সমস্বর©

৭৭ তম সংখ্যা, অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০১৯

নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় তামাক কোম্পানির প্রভাব বন্ধে
এফসিটিসি'র আর্টিকেল ৫.৩ অনুসারে গাইডলাইন প্রণয়নের আহ্বান

www.bata.net.bd

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের **মুখপত্র**

অন্যান্য পাতায় আছে .....

স্ট্যান্ডার্ড মোড়ক তামাক নিয়ন্ত্রণের কার্যকর উপায়

স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটকে তামাকের কর বৃদ্ধির প্রস্তাবনা প্রেরণের অনুরোধ

নীতি দূর্বল করে যুবকদের নেশাগ্রস্ত করতে চায় তামাক কোম্পানিগুলো

এনবিআর' তামাক কোম্পানির পক্ষ অবলম্বন করছে

ইপসা'র 'তামাকমুক্ত সমুদ্র সৈকত' প্রচারাভিযান

তামাক পণ্য উৎপাদনকারীকে সেরা করদাতার তালিকা থেকে প্রত্যাহার দাবি

সরকারীভাবে জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস ঘোষণার দাবী

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন জেলায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান

দেশব্যাপী জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস ২০১৯ উদযাপন

সরকারীভাবে জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস ঘোষণার দাবী

বিশ্ববিদ্যালয়ে তামাক কোম্পানির সবধরনের প্রচারণা বন্ধে ইউজিসি'র নির্দেশনা

হাকিমপুরী জর্দা বাজার থেকে তুলে নেয়ার নির্দেশ

প্রবন্ধ

তামাক নিয়ন্ত্রণে অতীত ও বর্তমান

সার্বিক তামাক নিয়ন্ত্রণে প্রতিবন্ধতা: উত্তরণে করনীয়

সম্পাদনা পরিষদ

সভাপতি

সাইফুদ্দিন আহমেদ

সদস্য

হেলাল আহমেদ

আমিনুল ইসলাম বকুল

আর্থিক সহযোগিতায়:

The Union — International Union Against Tuberculosis and Lung Disease — *Health solutions for the poor*

মুদ্রণ: আইমেক্স মিডিয়া লিঃ

ফোন: ৮৮০২-৯১৪৪৯৮০, ০১৭১৩০১৪৪১২

তামাক নিয়ন্ত্রণ ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক নীতিতে তামাক কোম্পানির প্রভাব বন্ধে এফসিটিসি'র আর্টিকেল ৫.৩ অনুসারে 'গাইডলাইন' প্রণয়ন করা হোক।

এফসিটিসির আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নে 'গাইডলাইন' প্রণয়ন কত দুর?

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) নামক বৈশ্বিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি । এফসিটিসি'র অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্টিকেল ৫.৩। এর মূল লক্ষ্য হলো জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত রাখতে রাষ্ট্রসমূহকে সহযোগিতা প্রদান। গুরুত্ব বিবেচনায় বৈশ্বিক এ চুক্তিতে এখন পর্যন্ত ১৬৮টি দেশ স্বাক্ষর করেছে।

এফসিটিসির আর্টিকেল ৫.৩ তে তামাক কোম্পানিকে নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন নির্দেশনা রয়েছে। এজন্য আর্টিকেলটিকে তামাক নিয়ন্ত্রণের 'রক্ষাকবচ' ও বলা হয়ে থাকে। থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, উগান্ডা, ব্রাজিল, পানামা, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এফসিটিসির আর্টিক্যাল ৫.৩ অনুসারে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ও নীতি সুরক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

২০০৩ সালে বাংলাদেশ এ চুক্তিতে স্বাক্ষর ও ২০০৪ সালে অনুসমর্থন করে। সুতরাং রাষ্ট্রীয়ভাবে এফসিটিসি ও এর আর্টিকেলসমূহ অনুসরণ করার ক্ষেত্রে আমাদের নৈতিক আবশ্যিকতা রয়েছে। কিন্তু, প্রচারণার অভাব, অসচেতনতা ও নানান কারণে সরকারী কর্মকর্তা, গণমাধ্যম ও সাধারণ মানুষের মধ্যে এফসিটিসি সম্পর্কে জানার পরিধী কম বিধায় এর বাস্তবায়নও অত্যন্ত চ্যালেঞ্জের বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে। তাছাড়া এটি বাস্তবায়নে এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশে কোন নির্দেশনা কিংবা গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়নি। এ সুযোগে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ লঙ্ঘণ করে তামাক কোম্পানিগুলো জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, কৃষি, অর্থ, শিল্প, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়সহ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে প্রভাব খাটিয়ে জনস্বাস্থ্যকে উপেক্ষা করে তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ হাসিল করে নিচ্ছে।

তামাক নিয়ন্ত্রণে বড় একটি প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে তামাক কোম্পানিতে সরকারের শেয়ার। মাত্র ১০.৮৫% শেয়ারের ফলশ্রুতিতে তামাক কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদে সচিব পদ মর্যদার ৬ জন সরকারী কর্মকর্তার প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে প্রত্যয় তা বাস্তবায়নে দ্রুততার সাথে তামাক কোম্পানী থেকে শেয়ারও প্রত্যাহার করা জরুরী। তা না হলে দ্বিমুখী নীতির জন্য তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও অর্জনসমূহ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে প্রশ্নবিদ্ধ হবে।

উল্লেখ্য, এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নে গাইডলাইন প্রণয়নের অনুরোধ জানিয়ে তামাক বিরোধীদের পক্ষ থেকে ২০১৬ সালে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল'র তৎকালীন সমন্বয়কারীর কাছে একটি খসড়া গাইডলাইন হস্তান্তর করা হয়। যতদুর জানা যায়, এনটিসিসি এটি বাস্তবায়নে একটি কমিটিও গঠন করে। দ্রুততম সময়ে গাইডলাইনটি চূড়ান্ত করতে তামাক বিরোধীদের পক্ষ থেকে অনুরোধ ও ধারাবাহিক এডভোকেসীও পরিচালনা করা হচ্ছে। দু:খজনক হলেও সত্য, সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোতে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ কিংবা অজানা কোন কারণে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেও সেটি প্রণীত হয়নি। ফলশ্রুতিতে কোম্পানিগুলো অযাচিত হস্তক্ষেপের কারণে দেশের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

সুতরাং, অনতিবিলম্বে উপরোক্ত বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসাবে দেশে তামাক কোম্পানির প্রভাব থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণসহ জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন নীতিসমূহের সুরক্ষায় একটি 'গাইডলাইন' ও সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য 'কোড অব কন্ডাক্ট' প্রণয়ন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। তামাক নিয়ন্ত্রনের বড় প্রতিবন্ধকতা তামাক কোম্পানিগুলোকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যয় অনুসারে "তামাকমুক্ত বাংলাদেশ" বাস্তবায়ন করতে হলে আর্টিকেল ৫.৩ অনুসরণ করার বিকল্প নেই। এ কাজে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। পাশাপাশি সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তরসমূহকে আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহনের অনুরোধ জানাই। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ থেকে তামাক নির্মূল কার্যক্রম ত্বরান্বিত হবে বলে আমরা আশাবাদী।

স্ট্যান্ডার্ড মোড়ক তামাক নিয়ন্ত্রণের কার্যকর উপায়

-আলোচনা সভায় বক্তারা

"তামাকজাত দ্রব্যের স্ট্যান্ডার্ড মোড়ক প্রবর্তন ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা" শীর্ষক আলোচনা সভা ৯ অক্টোবর ২০১৯ সকাল সাড়ে ১০টায় স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য) মো. সাইদুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল'র সভাপতি ব্যারিষ্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী।

ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী এমপি বলেন, খুচরা/খোলা তামাক বিক্রি নিয়ন্ত্রণে/বন্ধে প্রচলিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের মাধ্যমেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব। তিনি সকলকে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে এবং দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের কার্যকরী প্রয়োগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

সভাপতির বক্তব্যে **মো. সাইদুর রহমান** বলেন, প্রস্তাবিত স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং-এ তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে উপাদান ও উৎপাদনের তারিখ থাকা বাধ্যতামূলক ও বাস্তবায়ন করা হলে সকল প্রকার তামাকজাত মোড়কে মুদ্রিত সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী তামাক নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা অনুযায়ী প্রতি তিন মাস পরপর পরিবর্তন করা হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে।

সভায় উপস্থিত অনেকেই খুচরা তামাক বিক্রি বন্ধে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের যথোপযুক্ত প্রয়োগ জরুরী। পাশাপাশি সকল প্রকার জর্দা ও গুলের কৌটা বা মোড়কের আকার, আকৃতি ও উপাদান প্রস্তাবিত স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সমন্বিত পদক্ষেপ প্রয়োজন। তামাক নিয়ন্ত্রণে এটি অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে বলেও অভিমত ব্যক্ত করেন তারা।

এ বিষয়ে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান, প্রচলিত ভোক্তা অধিকার আইনের আওতায় তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে উপাদান ও উৎপাদনের তারিখ না থাকলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার বিধান রয়েছে। এ বিষয়ে তারা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভাইটাল স্ট্রাটেজিস-বাংলাদেশ এর হেড অব প্রোগ্রামস্ মো. শফিকুল ইসলাম, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়কারী মো. খায়রুল আলম সেখ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের উপ-সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য-২) খন্দকার জাকির হোসেন, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক নূরজাহান খানম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এনসিডিসি'র ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার ডা. এস এম মোস্তাফিজুর রহমান, জাতীয় যক্ষা নিরোধ সমিতি'র নির্বাহী পরিচালক মুহম্মদ কামালউদ্দিন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ন্যাশনাল প্রফেশনাল অফিসার ডা. সৈয়দ মাহফুজুল হক, দি ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক এডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ, সিটিএফকে'র প্রোগ্রাম অফিসার আতাউর রহমান মাসুদ, এনটিসিসি'র প্রোগ্রাম অফিসার মীর নবীন একরাম, আমিনুল ইসলাম সুজন, ডা. ফরহাদুর রেজা প্রমূখ। সভা সঞ্চালন করেন ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক মো. বজলুর রহমান। "তামাকজাত দ্রব্যের স্ট্যান্ডার্ড মোড়ক প্রবর্তন ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা" বিষয়ক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল'র প্রোগ্রাম অফিসার ফারহানা জামান লিজা।

সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়;

ক) খুচরা/খোলা তামাক বিক্রি নিয়ন্ত্রণে/বন্ধে "ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন" ও "ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন" অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

খ) প্রচলিত ভোক্তা অধিকার আইনের আওতায় তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে উপাদান ও উৎপাদনের তারিখ না থাকলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার অনুরোধ জানিয়ে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরকে পত্র প্রেরণ;

গ) সকল প্রকার জর্দা ও গুলের কৌটা বা মোড়কের আকার, আকৃতি ও উপাদান প্রস্তাবিত স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং অনুযায়ী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সমন্বিত কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ;

নীতি দূর্বল করে যুবকদের নেশাগ্রস্ত করতে চায় তামাক কোম্পানিগুলো -জোটের সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা

বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই তরুণ, যাদের বয়স ১০-২৪ বছরের মধ্যে। দীর্ঘমেয়াদে তামাকের ভোক্তা তৈরীতে তামাক কোম্পানিগুলোর টার্গেট তরুণরা। দেশের তরুনদের তামাক সেবনে আসক্ত করে তোলার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারী কর্মকর্তাদের প্রভাবিত করে তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি দূর্বল করতে নানানভাবে অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে তামাক কোম্পানিগুলো। সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়, রাজস্ব বোর্ড, অর্থ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উচিত তামাক চাষ, তামাক কোম্পানির আয় হতে নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে রোডম্যাপ গ্রহণ করা। কোনভাবেই তামাক কোম্পানিগুলোর পক্ষ অবলম্বন করে তাদের সুবিধা দেয়া কিংবা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতির বিরোধীতা করা সমীচিন নয়।

২৮ অক্টোবর ২০১৯ জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট আয়োজিত "তরুণদের রক্ষায় নীতিতে তামাক কোম্পানির প্রভাব বন্ধ করুন" শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা এ অভিমত ব্যক্ত করেন। এছাড়া নীতিতে তামাক কোম্পানির প্রভাব বন্ধে সরকারকে আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি এফসিটিসি-র আর্টিকেল ৫.৩ অনুসারে দ্রুত গাইডলাইন ও কোড অব কন্ডাক্ট প্রণয়ণেরও আহ্বান জানান তারা।

পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন (পবা) এর চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের উপদেষ্টা আবু নাসের খানের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ, তামাক নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞ এড. সৈয়দ মাহবুবুল

আলম, যমুনা টেলিভিশনের বিশেষ প্রতিনিধি সুশান্ত সিনহা, সিনিয়র সাংবাদিক নিখিল চন্দ্র ভদ্র, ইপসা'র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো. নাজমুল হায়দার। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান ও সঞ্চালনা করেন আর্ক ফাউন্ডেশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প ব্যবস্থাপক হামিদুল ইসলাম হিল্লোল।

হেলাল আহমেদ বলেন, তামাক কোম্পানিগুলোর আচরণে মনে হয় তারা প্রধানমন্ত্রীর তামাক মুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রচেষ্টাকে চ্যালেঞ্জ করেছে। তামাক কোম্পানীর বোর্ডে থাকার কারণে এবং কোম্পানিতে সরকারী কর্মকর্তাদের স্বজনদের চাকুরীর সুবাদে তামাক কোম্পানিগুলোর নীতিতে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ থেকেই যাচ্ছে। এ অবস্থায় তামাক কোম্পানি হতে শেয়ার প্রত্যাহারের পূর্ব পর্যন্ত সরকারী কর্মকর্তাদের দায়িত্ব, কাজের পরিধি এবং কার্যক্রমের সুস্পষ্ট তথ্য সরকারকে জমা দেয়া জরুরী।

এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম বলেন, সরকার আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে "তামাকমুক্ত বাংলাদেশ" গড়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এমতাবস্থায়, তামাক কোম্পানিতে সরকারের শেয়ার, তামাক কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদে সরকারি কর্মকর্তাদের রাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়ে তামাক পাতার দাম নির্ধারনে কমিটি রাখা বা তামাক কোম্পানিগুলোকে কর সুবিধা প্রদান সংবিধানের সংশ্লিষ্ট বিধান, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা এবং সরকারের নীতি ও কার্যক্রমের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। এ বিষয়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

নিখিল চন্দ্র ভদ্র বলেন, সম্প্রতি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ এবং সংসদ বিভাগের সিনিয়র সচিবকে প্রভাবিত করে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের স্বাস্থ্য সতর্কবানী প্রদানের বিধানকে দূর্বল ও বিলম্বিত করা, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিএটি-র 'ব্যাটেল অব মাইন্ড' নামক প্রতিযোগিতা আয়োজনসহ আইন বিরোধী নানা কার্যক্রমের মাধ্যমে যুব-সমাজকে তামাকে আকৃষ্ট করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তামাক কোম্পানিগুলো।

সুশান্ত সিনহা বলেন, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিড়ির সম্পূরক্ত শুল্ক ৫ শতাংশ কমিয়ে ৩০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়। তামাক কোম্পানিগুলোকে এভাবে সুযোগ প্রদান করা হলে এর নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা প্রশ্নবিদ্ধ হবে। বিগত অর্থ বছরে ২০০০ কোটি টাকার ট্যাক্স মওকুফ সুবিধা আদায়, খসড়া তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিকে পাশ না করার জন্য বাংলাদেশ সিগারেট ম্যানুফেকচার এসোসিয়েশন কর্তৃক, শিল্প, কৃষি, অর্থ এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে পত্র প্রদানসহ নানাভাবে মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর ও খণ্ডিত তথ্য উপস্থাপন করে তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া বানচাল করতে ষড়যন্ত্র ও অপতৎপরতা শুরু করেছে তামাক কোম্পানিগুলো।

আবু নাসের খান বলেন, তামাক কোম্পানিগুলো মূলত, তামাক নিয়ন্ত্রণে আইন ও নীতি দূর্বল করে ফাঁয়দা লুটতে চায়। বাংলাদেশে তারা ই-সিগারেটের সম্প্রসারণে নানাবিধ বিভ্রান্তকর তথ্য প্রদাণ ও অপতৎপরতা শুরু করেছে। তাদের এ সকল অপচেষ্টাগুলোকে এখনই প্রতিরোধ করতে না পারলে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় সরকারের পদক্ষেপসমূহ ও এর বাস্তবায়ন মারাত্মকভাবে ব্যহত হবে।

সংবাদ সম্মেলনে নিম্নোক্ত সুপারিশ তুলে ধরা হয়;

- এফসিটির আর্টিক্যাল ৫.৩ অনুসারে সুনিদিষ্ট গাইডলাইন ও কোড অব কন্ডাক্ট প্রণয়ন এর কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন;
- তামাক কোম্পানির সাথে সকল ধরনের যোগাযোগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ;
- তামাক কোম্পানির বোর্ডে থাকা সরকারী কর্মকর্তাদের বিএটির বোর্ডে মেম্বার হিসেবে কি দায়িত্ব পালন করছে সে সংক্রান্ত তথ্য জনসম্মুখে প্রকাশ।
- সরকারী কর্মকর্তাদের স্বজন ও নিকট আত্মীয় বিএটি বা অন্য কোন তামাক কোম্পানিতে কার্যরত থাকলে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতির সাথে সম্পৃক্ত থাকলে তার ঘোষণা প্রদান;
- রাজস্ব বোর্ড, কৃষি মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তামাক হতে নির্ভরতা কমানোর রোডম্যাপ প্রণয়ন। পাশাপাশি তামাক নিয়ন্ত্রণের বিপক্ষে বা তামাক নিয়ন্ত্রণ ব্যহত হতে পারে বা তামাক কোম্পানি লাভবান হবে এ ধরনের কোন সুপারিশ/পদক্ষেপ বন্ধ করা;
- তামাক কোম্পানির সাথে সকল আলোচনা নথিভূক্ত করা এবং অনির্ধারিত আলোচনা বন্ধ করা;

তামাক কোম্পানিগুলোকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ জরুরি

তামাক কোম্পানিগুলো মানুষের হাতে 'মৃত্যুশলাকা' তুলে দিচ্ছে। জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে সহায়ক নীতি প্রণয়ন বিলম্বিতকরণ ও বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে। জনস্বার্থে প্রণীত নীতি ও গৃহিত উদ্যোগ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য তামাক কোম্পানিগুলোকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। এজন্য বিদ্যমান আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন ও সহায়ক নীতি প্রণয়ন করতে হবে।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের উদ্যোগে ২৬ নভেম্বর ২০১৯ মঙ্গলবার বিকেলে ঢাকার রায়েরবাজারে 'নীতিতে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। সভায় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যমুনা টিভির বিশেষ প্রতিনিধি ও তামাক নিয়ন্ত্রণ গবেষক সুশান্ত সিনহা।

প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ-এর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন ইনস্টিটিউট অব ওয়েলবিয়িং এর নির্বাহী পরিচালক দেবরা ইফরইমসন, দি ইউনিয়নের কারিগরী পরামর্শক এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম, একাত্তর ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ডা. মো. খালেদ শওকত আলী, সিনিয়র সাংবাদিক নিখিল চন্দ্র ভদ্র প্রমূখ। ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান সভা সঞ্চালনা করেন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন ইপসা'র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো. নাজমুল হায়দার, নাটাবের প্রকল্প সমন্বয়কারী একে এম খলিল উল্লাহ, সার্প এর নির্বাহী পরিচালক মো. আবুল হোসাইন, জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মী সাগুফতা সুলতানা, ব্যুরো অব ইকোনোমিক রিসার্চ এর প্রকল্প ব্যবস্থাপক হামিদুল ইসলাম হিল্লোল, টিসিআরসি'র প্রকল্প কর্মকর্তা ফারহানা জামান লিজা, এইড ফাউন্ডেশনের এ্যাডভোকেসী অফিসার আবু নাসের অনীক, শেয়ারবীজ পত্রিকার প্রতিবেদক মো. মাসুম বিল্লাহ, বার্তা-২৪ এর প্রতিবেদক নাজমুল হাসান সাগর, আমাদের সময়ের মো. মেহেরুল ইসলাম প্রমূখ। এছাড়াও গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি, বাংলাদেশ ইয়ুথ ক্লাইমেট নেটওয়ার্ক, দি পিপলস ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, লালু পঞ্চায়েত, কেরানীগঞ্জ হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট, হিমু পরিবহনসহ বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

সভায় বক্তারা বলেন, তামাক কোম্পানিগুলো মানুষের হাতে 'মৃত্যুশলাকা' তুলে দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে সহায়ক নীতি প্রণয়ন বিলম্বিতকরণ ও বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে সুবিধা আদায় করছে তামাক কোম্পানিগুলো। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই জনস্বাস্থ্য উপেক্ষিত থাকছে।

তামাক কোম্পানিগুলোর এ ধরনের কার্যক্রম আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি এফসিটিসি'র (ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল) সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এফসিটিসিতে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে এর প্রতিপালনে বাংলাদেশ নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে। এর প্রতিপালন না হলে লাভবান হবে তামাক কোম্পানি, চরম হুমকির মুখে পড়বে জনস্বাস্থ্য।

জনস্বার্থে নেওয়া গৃহীত উদ্যোগ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য বিদ্যমান আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন ও সহায়ক নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে তামাক কোম্পানিগুলোকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি বলেও জানান বক্তারা। সভায় ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের 'তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন, প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধে নির্দেশিকা' বিষয়ক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন অতিথিবৃন্দ।

এনবিআর' তামাক কোম্পানির পক্ষ অবলম্বন করছে

-অবস্থান কর্মসূচিতে বক্তারা

জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি চূড়ান্তকরণে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) তামাক কোম্পানির পক্ষ অবলম্বন করেছে। যা বৈশ্বিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) এর লঙ্ঘণ বলেছেন তামাক বিরোধী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

১১ নভেম্বর ২০১৯ জাতীয় রাজস্ব ভবনের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তারা এ অভিযোগ করেন। মানববন্ধন শেষে তামাক বিরোধী সংগঠনের একটি প্রতিনিধি দল এনবিআর চেয়ারম্যানকে তার ব্যক্তিগত সহকারীর মাধ্যমে স্মারকলিপি প্রদান করেন। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, ঢাকা আহসানিয়া মিশন, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট, এসিডি, ইপসা, নাটাব, প্রত্যাশা, টিসিআরসি, গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি, ব্যুরো অব ইকোনোমিক রিসার্চ, তাবিনাজ, বিসিসিপি, এইড ফাউন্ডেশন, সুপ্র, বিটা, প্রজ্ঞাসহ ১৬টি তামাক বিরোধী সংগঠন সম্মিলিতভাবে কর্মসূচি আয়োজন করে।

কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক প্রণীত খসড়া জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি ২০১৯ চূড়ান্তকরণে তামাক কোম্পানির মতামত গ্রহণের প্রস্তাব করে এনবিআর। এজন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে অনুরোধ জানায় তারা। নীতিমালাটি চূড়ান্ত হওয়ার পর্যায়ে আসার পরে এনবিআরের এমন সিদ্ধান্ত আত্মঘাতী ছাড়া আর কিছু নয়। তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি নস্যাৎ করতে তামাক কোম্পানিকে এনবিআরের সহযোগিতার মনোভাব দু:খজনক!

বক্তারা আরো বলেন, এফসিটিসিতে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা ও পদক্ষেপগুলো তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে সুরক্ষা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। তাই সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এনবিআরের উচিৎ হবে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপমুক্ত থাকা এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা। এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত ২০৪০ সালের মধ্যে "তামাকমুক্ত বাংলাদেশ" অর্জনের পথ সুগম হবে।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়কারী হেলাল আহমেদ, ঢাকা আহসানিয়া মিশনের পরিচালক মোখলেসুর রহমান, বিসিসিপি'র তামাক নিয়ন্ত্রণ বিভাগের উপ-পরিচালক মো. শামিমুল ইসলাম, ইপসা'র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো. নাজমুল হায়দার, সিটিএফকে'র প্রোগ্রাম অফিসার আতাউর রহমান মাসুদ, ব্যুরো অব ইকোনোমিক রিসার্চ এর তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প ব্যবস্থাপক হামিদুল ইসলাম হিল্লোল, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের নেটওয়ার্ক অফিসার শুভ কর্মকার প্রমূখ।

স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটকে তামাকের কর বৃদ্ধির প্রস্তাবনা প্রেরণের অনুরোধ

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট'র একটি প্রতিনিধি দল ০৯ ডিসেম্বর, ২০১৯ সকালে স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের মহাপরিচালক ড. মো. শাহাদৎ হোসেন মাহমুদ এর সাথে স্বাক্ষাৎ করে। স্বাস্থ্য এবং অর্থনীতির সাথে সম্পর্ক তুলে ধরে এক্ষেত্রে তামাকের প্রভাব বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ এবং তামাকের প্রকৃত মূল্য ও কর বৃদ্ধির বিষয়ে স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের পক্ষ থেকে অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর সুপারিশ প্রেরণের অনুরোধ জানান প্রতিনিধি দল। এসময় তামাক কোম্পানি কর্তৃক বিভ্রান্তকর তথ্য প্রদানের মাধ্যমে নীতিতে প্রভাব বিস্তারের অপচেষ্টার বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেন প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দ।

প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন যমুনা টিভি'র বিশেষ প্রতিনিধি সুশান্ত সিনহা, অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো'র প্রকল্প ব্যবস্থাপক হামিদুল ইসলাম হিল্লোল, এইড ফাউন্ডেশনের এ্যাডভোকেসী অফিসার আবু নাসের অনীক, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সচিবালয়ের পক্ষ থেকে সৈয়দা অনন্যা রহমান, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের প্রকল্প কর্মকর্তা নওশিন বশীর এবং সহকারী প্রকল্প কর্মকর্তা আবু রায়হান।

যমুনা টিভির বিশেষ প্রতিনিধি **সুশান্ত সিনহা** বলেন তামাক কোম্পানিগুলো নানাভাবে নীতি নির্ধারকদের বিভ্রান্ত করতে চায়। বাংলাদেশে তামাকের উৎপাদন, আমদানী, রপ্তানী, রাজস্ব প্রভৃতি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিত তথ্য থাকা জরুরী। সেই সাথে এ বিষয়ে সরকারের বিভিন্ন সংস্থার প্রদত্ত ডাটার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা জরুরী। আমাদের বিশ্বাস, সরকারের কাছে সঠিক তথ্য থাকলে তামাকের প্রকৃত ক্ষতিকর দিক আরো সুস্পষ্ট হবে এবং তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ সহজ হবে।

হামিদুল ইসলাম হিল্লোল বলেন, আমাদের দেশে সিগারেটের ৪টি স্তর প্রথা প্রচলিত রয়েছে। ফলে কোম্পানিগুলো সহজেই কর ফাঁকি দিচ্ছে। সেই সাথে এক স্তরের দাম বৃদ্ধি পেলে একজন ধূমপায়ীর অন্য স্তরের সিগারেট সেবন করছে। ফলে কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য ব্যহত হচ্ছে। সহায়ক নীতি প্রণয়ন, তামাকের কর কাঠামো সহজীকরণ ও প্রকৃত মূল্য বাড়ানোর জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী।

সৈয়দা অনন্যা রহমান বলেন, তামাক কোম্পানিগুলোর প্রদানকৃত তথ্যের মধ্যে এক ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রচেষ্টা থাকে। স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অত্যন্ত শক্তিশালী একটি ইউনিট। এই ইউনিটের পক্ষ থেকে তামাকের কারনে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্যগত ক্ষতির বিষয়টির তুলে ধরে গবেষণা করা হলে দেশের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে আরো এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে।

ড. মো. শাহাদৎ হোসেন মাহমুদ বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে দৃঢ় অঙ্গিকার ব্যক্ত করেছেন। সরকারও সার্বিকভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণে ইতিবাচক। যারা তামাক নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে তাদের দায়িত্ব সরকারকে সঠিক তামাক নিয়ন্ত্রণ সহায়ক তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা করা। স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট বিগত দিনেও তামাক নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন উদ্যোগে সহায়তা করেছে। তামাক বিরোধী জোটের প্রস্তাবনার বিষয়টি আমরা বিস্তারিত আলোচনা করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবো।

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে তামাক বিরোধী সেমিনার অনুষ্ঠিত

২০১৮ সালে তামাকজনিত রোগে বাংলাদেশের আর্থিক ক্ষতি ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকা যা দেশের জিডিপির ১.৪ শতাংশ। দেশে প্রতিবছর তামাকজনিত রোগে ১.৬ লক্ষ মানুষ মারা যায় এবং ১২ লক্ষ মানুষ প্রধানত ৮টি অসংক্রামক রোগে (এনসিডি) আক্রান্ত হয় এবং চার লক্ষ মানুষ এর বিরূপ প্রভাবের কারণে অক্ষম হয়ে পড়ছে।

২৫ নভেম্বর ২০১৯ নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় অডিটোরিয়ামে তামাক বিরোধী আলোচনা সভায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের যুগ্মসচিব ও সমন্বয়কারী মো. খায়রুল আলম সেখ তার আলোচনায় এ কথা বলেন। বাংলাদেশ টোব্যাকো কন্ট্রোল রিসার্চ নেটওয়ার্ক, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ সেন্টার ফর কমিউনিকেশন প্রোগ্রামস (বিসিসিপি) যৌথভাবে সভা আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য) রিনা পারভীন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক এবং বিসিসিপি/বিটিসিআরএন এর উপদেষ্টা অধ্যাপক শাহ মনির হোসেন, বিটিসিআরএন এক্সিকিউটিভ বোর্ডের সদস্য অধ্যাপক ডা. সোহেল রেজা চৌধুরী।

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের জনস্বাস্থ্য ও জীব বিজ্ঞান বিভাগের ডিন অধ্যাপক ড. গিয়াস ইউ আহসান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন বিটিসিআরএন এর সভাপতি অধ্যাপক ড. নওজিয়া ইয়াসমিন।

বিসিসিপির সহকারী পরিচালক (প্রোগ্রাম) মোহাম্মদ শামীমুল ইসলাম এর পারচালনায় অনুষ্ঠানে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-বাংলাদেশ এর ন্যাশনাল প্রফেশনাল অফিসার ডা. সৈয়দ মাহফুজুল হক এবং প্রজ্ঞার কর্মকর্তা মো. হাসান শাহরিয়ার। এসময় বিসিসিপি'র পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শাহজাহান এবং এনএসইউ'র বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অতিরিক্ত সচিব **রিনা পারভীন** বলেন, ২০৪০ সাল নাগাদ সরকার 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' বাস্তবায়নে কাজ করছে। তামাকের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে জনগণের মানসিকতা পরিবর্তন করা উচিত এবং প্রতিটি পরিবার থেকে এই উদ্যোগ জোড়ালো করা উচিত। এজন্য পিতামাতার অনুপ্রেরণা অত্যাবশ্যক।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে অভিযান জরুরি

চট্টগ্রাম শহরে হাসপাতাল, রেস্টুরেন্ট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পাবলিক বাস ও সরকারি অফিসে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের পরিস্থিতি যাচাইয়ে একটি জরিপ পরিচালনা করে ইপসা। ক্যাম্পেইন ফর ট্যোবাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) জরিপ পরিচালনায় সহায়তা করে।

৮ ডিসেম্বর, ২০১৯ চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে ইপসা'র আয়োজনে 'চট্টগ্রাম শহরে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রতিপালনের অবস্থা' শীর্ষক জরিপের ফলাফল প্রকাশ ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ভঙ্গের চিত্র তুলে ধরে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন ইপসা'র উপ পরিচালক নাছিম বানু শ্যামলী।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার **মো. আবদুল মান্নান** বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করার পাশাপাশি আইন সম্পর্কে প্রচারণা বাড়ানো প্রয়োজন। এতে জনমনে এ আইন সম্পর্কে সচেতনতা বাড়বে।

সভায় আরো বক্তব্যে স্থানীয় সরকার পরিচালক **দীপক চক্রবর্ত্তী** বলেন, এ জরিপের মাধ্যমে আমরা তামাক নিয়ন্ত্রণে চট্টগ্রামের অবস্থান জানতে পেরেছি। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে তামাক নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগ নিতে এলজিআরডি ইতিমধ্যে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে যা বাস্তবায়ন করা হবে।

চট্টগ্রামের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন) **মো. নুরুল আলম নিজামী** বলেন, চট্টগ্রাম বিভাগের সব সরকারি অফিসকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে চট্টগ্রাম বিভাগীয় প্রশাসন নির্দেশনা প্রদান করবে।

সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) **শংকর রঞ্জন সাহা** বলেন, সিনিয়র সহকারী কমিশনার নিজাম উদ্দিন আহমেদ, চট্টগ্রামের সিভিল সার্জন সেখ ফজলে রাব্বি, সহকারী পরিচালক (স্বাস্থ্য) ডা. মো. শফিকুল ইসলাম, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক রাশেদা বেগম, ক্যাবের সভাপতি এসএম নাজের হোসাইন, সিটিএফকের প্রোগ্রাম অফিসার আতাউর রহমান মাসুদ প্রমূখ।

আইন লঙ্ঘণকারী চলচ্চিত্রসমূহকে জাতীয় পুরস্কার প্রদানে নিন্দা ও প্রতিবাদ

গত ৭ নভেম্বর জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। এ বছর ২০১৭ ও ২০১৮ সালে চলচ্চিত্র শিল্পে অবদানের জন্য ২৮টি বিভাগে বিশিষ্ট শিল্পী ও কলাকুশলীকে 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার' প্রদান করেছে তথ্য মন্ত্রণালয়। ২০১৭ সালের সেরা ছবির পুরস্কার পায় দীপংকর দীপন পরিচালিত 'ঢাকা অ্যাটাক' চলচ্চিত্র। উল্ল্যেখ্য, এ চলচ্চিত্র নির্মানে তামাক কোম্পানি সহায়তা করে। এছাড়াও ২০১৮ সালে চলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী প্রধান চরিত্রের জন্য জয়া আহসান (দেবী চলচ্ছিত্র) মনোনীত হয়েছেন। জয়া আহসান একজন স্বনামধন্য, গুণী অভিনেত্রী হলেও যে চলচ্চিত্রটির (দেবী) জন্য মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে সেটিও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘণের দায়ে নানাভাবে বির্তকিত ও সমালোচিত।

আর্ন্তজাতিক পর্যায়েও সিনেমায় ধূমপানের দৃশ্য দেখানোর জন্য তামাক কোম্পানির দ্বারা বিপুল অর্থ ব্যয় করার উদাহরণ রয়েছে। যা পরোক্ষভাবে তামাক কোম্পানির এক ধরনের প্রচারণা কৌশল। ২০০৪ এবং ২০০৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত হিন্দি চলচ্চিত্রের উপর পরিচালিত বার্নিং ব্রেইন সোসাইটি কর্তৃক পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, এ সময়ে মুক্তিপ্রাপ্ত ৮৯% চলচ্চিত্রে তামাকের ব্যবহার দেখানো হয়েছে। ৬৭% চলচ্চিত্রে প্রধান চরিত্রকে ধূমপান করতে দেখা গেছে। ৪১% চলচ্চিত্রে তামাকের ব্র্যান্ড দেখানো হয়েছে।

'ঢাকা অ্যাটাক' ও সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত জয়া আহসান প্রযোজিত 'দেবী' চলচ্চিত্রটিতে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালার নির্দেশনাগুলো মানা হয়নি। 'দেবী' সিনেমার মিসির

আলির চরিত্রটি অত্যন্ত জনপ্রিয় কিশোর ও তরুণদের কাছে। চরিত্রটিতে অপ্রয়োজনে অসংখ্যবার ধূমপানের দৃশ্য দেখানো হয়েছে।

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) এর তথ্যানুসারে, চলচ্চিত্রে ধূমপানের দৃশ্য যুবদের উপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে ২০১০ সাল থেকে ১৩ বা ততোধিক বয়সের জন্য নির্মিত সিনেমায় তামাক সংক্রান্ত ঘটনাগুলো জনস্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার বাংলাদেশে চলচ্চিত্র অঙ্গনের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি। তামাক কোম্পানির প্রণোদনাপ্রাপ্ত এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘণকারী চলচিত্রগুলোকে জাতীয় পুরস্কার প্রদান করা হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত ২০৪০ সালের মধ্যে 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' গড়ে তোলা বাধাগ্রস্ত হবে। এ ধরনের দৃষ্টান্ত অন্যদেরকেও আইন লঙ্ঘণে উৎসাহী করে তুলবে। সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী এমন দুটি চলচ্চিত্র ও কলাকুশলীদেরকে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান করায় বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানায়। সেই সাথে আগামী দিনে এ ধরনের চলচ্চিত্রগুলোকে পুরস্কার প্রদান থেকে বিরত থাকার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানায় জোট।

তামাক পণ্য উৎপাদনকারীকে সেরা করদাতার তালিকা থেকে প্রত্যাহার দাবি

ক্ষতিকর তামাকজাত পণ্য উৎপাদনকারী কোম্পানির মালিক মো. কাউছ মিয়াকে ব্যবসায়ী শ্রেণীতে সেরা করদাতার তালিকা থেকে প্রত্যাহারের দাবীতে ১৪ নভেম্বর, ২০১৯ সকালে জাতীয় রাজস্ব ভবনের সামনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধন শেষে এনবিআর চেয়ারম্যান বরাবর একই দাবীতে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

তামাক বিরোধী নারী জোট আয়োজিত কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ, সিটিএফকে'র গ্রান্টস ম্যানেজার আব্দুস সালাম মিয়া, ব্যুরো অব ইকোনোমিক রিসার্চ এর তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প ব্যবস্থাপক হামিদুল ইসলাম হিল্লোল, ঢাকা আহসানিয়া মিশনের প্রকল্প কর্মকর্তা অদূত রহমান ইমন, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের নেটওয়ার্ক কর্মকর্তা শুভ কর্মকর্তা, তাবিনাজ এর সদস্য রোকেয়া বেগম, টিসিআরসি'র প্রকল্প কর্মকর্তা মো. মহিউদ্দিন, শ্রমিক নেত্রী সুলতানা বেগম ও কাজী রেনু আরা প্রমুখ। তাবিনাজের সদস্য সীমা দাস সীমু কর্মসূচি সঞ্চালনা করেন। প্রজ্ঞা, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন ও বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধবৃন্দ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা বলেন, জর্দ্দা সেবনের কারণে বাংলাদেশের বহু মানুষ স্বাস্থ্য চরম ঝুঁকিতে রয়েছে। বিভিন্ন সংগঠনগুলোর প্রতিবাদ স্বত্ত্বেও এনবিআর কর্তৃক তামাক কোম্পানিকে পুরস্কার প্রদান করছে। যা পক্ষান্তরে তামাক পণ্য উৎপাদনে উৎসাহ দেয়া।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ তামাক জাতীয় পণ্য হাকিমপুরী জর্দাসহ ২২টি প্রতিষ্ঠান উৎপাদিত জর্দা, খয়ের ও গুলের নমুনা পরীক্ষা করে জর্দা ও খয়েরে মানবদেহের ক্ষতিকর এবং ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার মতো মাত্রাতিরিক্ত বিষাক্ত কেমিক্যাল লেড, ক্যাডমিয়াম ও ক্রোমিয়াম পেয়েছে। অথচ, এই তামাক কোম্পানির মালিককে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে! জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর পণ্য উৎপাদনকারী কোম্পানি ও ব্যক্তিকে পুরস্কার প্রদান করা প্রধানমন্ত্রীর 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' বাস্তবায়নের অন্তরায়।

সরকারীভাবে জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস ঘোষণার দাবী

যুব সমাজকে নেশার করাল গ্রাস থেকে সুরক্ষা ও তাদের সু-স্বাস্থ্য নিশ্চিত ও ২০৪০ সালের মধ্যে সরকার প্রধানের "তামাকমুক্ত বাংলাদেশ" বাস্তবায়ন গতিশীল করতে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসের পাশাপাশি দেশে ০৯ অক্টোবরকে সরকারীভাবে 'জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস' ঘোষণা এবং পালন করার আহ্বান জানিয়ে ০৯ অক্টোবর ২০১৯ সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট অবস্থান কর্মসূচি আয়োজন করে। কর্মসূচি শেষে 'জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস' ঘোষণার দাবীতে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল'র সমন্বয়কারী বরাবর একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। কর্মসূচির সহযোগী আয়োজক ছিলো এইড ফাউন্ডেশন, এসিডি, আর্ক ফাউন্ডেশন, বিসিসিপি, ক্যাব, গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি, নাটাব, প্রত্যাশা, টিসিআরসি, ইপসা ও ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট। "বাংলাদেশে ই-সিগারেট নিষিদ্ধ করা হোক" এই প্রতিপাদ্যে এবারের জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস পালন করে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট ও অন্যান্য তামাক বিরোধী সংগঠনসমূহ।

কর্মসূচিতে প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ এর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন চলচ্চিত্র পরিচালক ছট্কু আহমেদ, বিসিসিপি'র উপ-পরিচালক শামীমুল ইসলাম, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের পরিচালক গাউস পিয়ারী, প্রোগ্রাম ম্যানেজার সৈয়দা অনন্যা রহমান, ইপসা'র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো. নাজমুল হায়দার, নাটাবের প্রকল্প

সমন্বয়কারী একেএম খলিল উল্লাহ, পরিবেশ আন্দোলন মঞ্চের সভাপতি আমির হাসান, বাপা'র জাতীয় কমিটির সদস্য মো. নাজিমুদ্দিন প্রমুখ। কর্মসূচি সঞ্চালনা করেন আর্ক ফাউন্ডেশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প ব্যবস্থাপক হামিদুল ইসলাম হিল্লোল।

কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, সরকারের গৃহীত নীতিগত পদক্ষেপগুলো তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে সুদৃঢ় করেছে। কিন্তু, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারের গৃহিত উদ্যোগ বাধাগ্রস্ত ও অর্জনসমূহকে প্রশ্নবিদ্ধ করার ষড়যন্ত্র করছে তামাক কোম্পানিগুলো। তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম এবং সহায়ক নীতিসমুহ সুরক্ষা, 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' বাস্তবায়নে তামাক কোম্পানিগুলোর অপচেষ্টা বন্ধ করা, ৯ অক্টোবর জাতীয় তামাকুমক্ত দিবস ঘোষণা জরুরী।

বাংলাদেশে সরকারীভাবে ৩১ মে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস পালন করা হলেও এখনো জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস পালন করা হয় না। উল্লেখ্য, ২০১১ সালের ৯ অক্টোবর থেকে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট দেশব্যাপী জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস উদযাপন করে আসছে। সারাদেশে বিগত বছরগুলোতে তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত সংগঠনগুলো তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন, তামাকের কর বৃদ্ধি, ধূমপানমুক্ত স্থান বৃদ্ধি, প্যাকেটের গায়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান, তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিয়ে সভা, সেমিনার, অবস্থান কর্মসূচি, শোভাযাত্রাসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দিবসটি উদযাপন করে আসছে। এ বছরও দিবসটিকে সামনে রেখে জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার কমানোর ক্ষেত্রে এ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি অত্যন্ত জরুরী। বাংলাদেশের তামাক নিয়ন্ত্রণে যে অর্জন তা সকলের সম্মিলিত কার্যক্রমের ফসল। দেশে তামাক বিরোধী জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক, সরকারী, বেসরকারী ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং গণমাধ্যমগুলো নানা ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারের গৃহীত নীতিগত পদক্ষেপগুলো বাংলাদেশের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে সুদৃঢ় করেছে। ২০৪০ সালের মধ্যে 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' গড়ে তোলা প্রত্যয় বাস্তবায়নে এ ক্ষেত্রে আরো অধিক গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন।

তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে গতিশীল করতে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসের পাশাপাশি জাতীয় তামাকমুক্ত দিবসটি গুরুত্বসহকারে উদযাপন করা জরুরী। উল্লেখ্য, দেশে ৩০ সেপ্টেম্বর জাতীয় কন্যা শিশু দিবস, ২৪ আগষ্ট জাতীয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস, ১ নভেম্বর সমবায় দিবস, ২ ফ্রেব্রুয়ারী জনসংখ্যা দিবস, ২৮ মে নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস, ২২ অক্টোবর নিরাপদ সড়ক দিবস জাতীয়ভাবে পালন করা হয়। যা জনসচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিষয়গুলোকে অধিক গুরুত্বপূর্ন করে তোলে। তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম গতিশীল করতে সরকারীভাবে ০৯ অক্টোবরকে জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস ঘোষণা এবং প্রতিবছর যথাযথ মর্যাদার সাথে পালনের সবিনয় অনুরোধ জানায় বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট।

জনসমাগম স্থল ও গণপরিবহণে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রতিপালনের অবস্থা শীর্ষক জরিপের ফলাফল প্রকাশ

চট্টগ্রাম নগরীতে সরকারি অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রেস্টুরেন্ট, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র ও গণপরিবহণে তামাক ব্যবহারের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণে ইপসা সিটিএফকে'র সহায়তায় 'চট্টগ্রাম নগরীতে পাবলিক প্লেস ও গণপরিবহণে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রতিপালনের অবস্থা' শীর্ষক জরিপ পরিচালনা করে।

১৪ ডিসেম্বর, ২০১৯ বেলা ১১টায় চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের এস রহমান হলে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলন উক্ত জরিপের ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

ইপসা ২০১৯ সালের জুন মাসে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রতিপালনের অবস্থা নিরুপণে বেইজলাইন সার্ভে পরিচালনা করে। জরিপে ২৮২টি সরকারি অফিস, ১২৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১৮৭টি স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্র, ৪২৩টি রেস্টুরেন্ট ও ৪১৯টি পাবলিক বাস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

জরিপের তথ্য তুলে ধরে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, চট্টগ্রাম নগরীর ৯৯% সরকারি অফিস, ৯৭% স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্র, ৯৯% শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শতভাগ গণপরিবহণে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ভঙ্গ হচ্ছে। ধূমপান হচ্ছে ৫৪% সরকারি অফিস, ৮১% শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৩৪% স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্র, ৫০% শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ৮৫% গণপরিবহণে।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে সকল পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহণে ধূমপান হতে বিরত থাকার সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শন বাধ্যতামূলক হলেও এই নিয়ম মানছে না কেউই। জরিপে দেখা যায়, ৯৮% সরকারি অফিস, ১০০% শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৯৪% স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্র, ৯৮% শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শতভাগ গণপরিবহণে সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শিত হচ্ছে না।

ইপসার প্রোগ্রাম অফিসার মো. ওমর শাহেদ হিরোর সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনে জরিপের ফলাফল উপস্থাপন করেন উপ পরিচালক নাছিম বানু। সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ইপসা'র প্রধান নির্বাহী মো. আরিফুর রহমান, ক্যাম্পেইন ফর ট্যোবোকো ফ্রি কিডসের গ্র্যান্টস ম্যানাজার মো. আবদুস সালাম মিয়া, দৈনিক প্রথম আলোর বার্তা সম্পাদক ওমর কায়সার, এন্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েন্সের আহ্বায়ক মো. আলমগীর সবুজ, সদস্য লতিফা আনসারি রুনা প্রমুখ।

ইপসার প্রধান নির্বাহী **মো. আরিফুর রহমান** বলেন, ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে সরকার। তবে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষিত না হলে এই লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব হবে না। দেশে তামাক ব্যবহারের কারণে প্রতি বছর ১ লাখ ৬১ হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে। জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক নিয়ন্ত্রণ তাই এখন সময়ের দাবি।

প্রথম আলোর বার্তা সম্পাদক ওমর কায়সার তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ভঙ্গের এই চিত্র তুলে ধরে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে গণমাধ্যম কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। এছাড়া পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহণে ধূমপান বন্ধে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের যথাযথ প্রয়োগের দাবি জানানো হয়।

তামাকমুক্ত চট্টগ্রাম' প্রচারাভিযান উদ্বোধন

'তামাকমুক্ত চট্টগ্রাম শহর' বাস্তবায়নে ২৯ অক্টোবর, ২০১৯ বেলা ১১টায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন প্রাঙ্গণে একটি প্রচারাভিযান অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিড্সের সহায়তায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ও স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন-ইপসা যৌথভাবে এ প্রচারাভিযান আয়োজন করে। প্রচারাভিযান উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব আ.জ.ম নাসির উদ্দিন।

প্রচারাভিযানের উদ্বোধনীতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের **মেয়র আ.জ.ম নাসির উদ্দিন** বলেন, চট্টগ্রামকে তামাকমুক্ত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনায় বাজেট বরাদ্দ, সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক, শিক্ষার্থীদের তামাক থেকে দূরে রাখতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০ গজের মধ্যে তামাক বিক্রয় বন্ধে গণবিজ্ঞপ্তি জারিসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নতুন প্রজন্মকে তামাকমুক্ত রাখতে সচেতনতামূলক কার্যক্রমের বিকল্প নেই। তামাকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে এ ধরনের প্রচারাভিযান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পর্যায়ক্রমে চট্টগ্রাম নগরীর প্রতিটি ওয়ার্ডকে তামাকমুক্ত করতে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে বলে জানান তিনি।

ইপসা'র প্রোগ্রাম অফিসার মো. ওমর শাহেদ হিরো'র সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাউজানের উপজেলা চেয়ারম্যান এহসান উল হক চৌধুরী বাবুল, কাউন্সিলর মো. গিয়াস উদ্দিন, ইপসা'র উপ পরিচালক নাছিম বানু, এন্টি ট্যোবেকো মিডিয়া এলায়েন্সের (আত্মা) আহ্বায়ক মো. আলমগীর সবুজ, সিটি কর্পোরেশনের সচিব ও ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আবু শাহেদ চৌধুরী, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মুফিদুল আলম, মেয়রের একান্ত সচিব মো. আবুল হাশেম, কাউন্সিলর শৈবাল দাশ সুমন, আত্মার সদস্য লতিফা আনসারি রুনা, আত্মার সদস্য মো. গিয়াস উদ্দিন ও ইপসা'র যুব স্বেচ্ছাসেবকেরা।

'সবুজ ও পরিচ্ছন্ন নগরী, তামাকমুক্ত চট্টগ্রাম গড়ি' এই স্লোগানকে সামনে রেখে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর চসিক ভবনের সামনে থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা নগরীর টাইগারপাস, আগ্রাবাদ, নিউ মার্কেট, কোর্ট বিল্ডিং এলাকা প্রদক্ষিণ করে বহদ্দারহাট মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।

ইপসা'র 'তামাকমুক্ত সমুদ্র সৈকত' প্রচারাভিযান

৩১ শে ডিসেম্বর ২০১৯ কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত ও চট্টগ্রামের পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতে তামাকমুক্ত প্রচারাভিযান পরিচালনা করা হয়। কক্সবাজার শহর ও সমুদ্র সৈকতকে তামাক ও ধূমপানমুক্ত করার লক্ষ্যে 'তামাকমুক্ত কক্সবাজার, এ আমাদের অঙ্গীকার' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন ইপসা ও ক্যাম্পেইন ফর ট্যোবাকো ফ্রি কিডস এই ভিন্নধর্মী প্রচারাভিযান পরিচালনা করে। তামাকমুক্ত চট্টগ্রাম শহরের লক্ষ্য বাস্তবায়নে পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতেও প্রচারাভিযান চালানো হয়।

কক্সবাজারে প্রচারভিযান উদ্ধোধন করেন ট্যুরিস্ট পুলিশ কক্সবাজারের পুলিশ সুপার মো. জিল্লুর রহমান। এ সময় ইপসার ফোকাল পার্সন হারুণ উর রশিদসহ ট্যুরিস্ট পুলিশের সদস্য ও ইপসা'র ৩০ জন স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। স্বেচ্ছাসেবকরা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে কক্সবাজার

সৈকতের লাবণী পয়েন্ট, সুগন্ধা ও কলাতলী পয়েন্ট এ সৈকতে আগত পর্যটকদের ধূমপান না করার জন্য অনুরোধ জানান এবং সমুদ্র সৈকতকে ধূমপানমুক্ত রাখতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। সমুদ্র সৈকত পরিচ্ছন্ন রাখা ও আগত ভ্রমণকারীদেরকে ধূমপান হতে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে সিগারেটের উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে সচেতনতা তৈরী করেন স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ।

ইপসার প্রোগ্রাম অফিসার মো. ওমর শাহেদ হিরোর নেতৃতে ২৫ জন স্বেচ্ছাসেবক চট্টগ্রামে পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতে প্রচারাভিযান পরিচালনা করেন। সমুদ্র সৈকত পরিচ্ছন্ন রাখাতে ও সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যেশ্যে স্বেচ্ছাসেবকরা সৈকত এলাকা থেকে প্রায় সাড়ে তিন কেজি সিগারেটের বাট সংগ্রহ করেন। কর্মসূচি শেষে পতেঙ্গা থানার অফিসার ইন চার্জ (ওসি) উৎপল বড়ুয়াকে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ তুলে দেওয়া হয়।

তামাকমুক্ত চট্টগ্রাম শহর গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইপসা ২০১৯ সালে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। সমন্বিত উদ্যোগে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারকে তামাকমুক্ত নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে নানা উদ্যোগের অংশ হিসেবে এই প্রচারাভিযান পরিচালনা করা হয়।

'মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকন পার্ক' ধূমপানমুক্ত ঘোষণা

পূরনো ঢাকার ৪৫নং ওয়ার্ডের গেন্ডারিয়ার বানিয়ানগরে নব নির্মিত 'মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকন পার্ক' ধূমপানমুক্ত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে।

২৪ নভেম্বর ২০১৯ পার্ক উদ্বোধনকালে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকন এ ঘোষণা প্রদান করেন। এসময় স্থানীয় সংসদ সদস্য কাজী ফিরোজ রশীদ, স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর আব্দুল কাদির, সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শাহ মো. ইমদাদুল হক, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রত্যাশা'র ধূমপান বিরোধী 'স্ট্রীট ফুটবল শো' এবং শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত

আগামী প্রজন্মের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তামাকের সকল প্রকার বিজ্ঞাপন, প্রচারণা বন্ধ করতে হবে। পাশাপাশি তরুণদেরকে তামাক ও সকল প্রকার নেশা হতে দুরে রাখতে খেলাধুলাসহ ইতিবাচক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা জরুরী।

১৭ ডিসেম্বর ২০১৯ পুরনো ঢাকার ৪১নং ওয়ার্ডস্থ ভজহরী সাহা স্ট্রীট-পদ্মনিধি লেনের রাস্তায় ধূমপান ও মাদকবিরোধী এক 'স্ট্রীট ফুটবল শো' টুর্নামেন্টের উদ্বোধনীতে বক্তারা একথা বলেন। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সহযোগিতায় প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন উক্ত ব্যতিক্রমী ফুটবল খেলার আয়োজন করে।

তামাক বিরোধী বিভিন্ন স্লোগান সামনে রেখে ব্যতিক্রমী এই স্ট্রীট ফুটবল শো তে বিভিন্ন পাড়া-মহল্লার ১৬টি ক্ষুদে ফুটবল দল অংশগ্রহণ করে। খেলা শুরুর পূর্বে ধূমপানের ক্ষতিকর তুলে ধরে বিভিন্ন রং-বেরংয়ের জার্সি, ব্যানার-ফেস্টুন-প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করেন খেলোয়াড়রা। অংশগ্রহণকারী সকল দলের খেলোয়াড় এবং উপস্থিত দর্শকবৃন্দ ভবিষ্যতে ধূমপান বা মাদক থেকে দুরে থাকবেন এবং নিজেদের বাড়ী ১০০% ধূমপানমুক্ত রাখবেন মর্মে শপথ বাক্য পাঠ করেন। 'প্রত্যাশা'র সাধারন সম্পাদক ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়কারী হেলাল আহমেদ এর সভাপতিত্বে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ক্রীড়া সংগঠক আব্দুল মজিদ কাজল, বশির উদ্দিন, রোকনুজ্জামান খান বাবু, আব্দুল গণি প্রমূখ।

এর আগে জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষ্যে ০১ নভেম্বর ২০১৯ পুরান ঢাকায় ই-সিগারেট নিষিদ্ধের দাবীতে শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন আয়োজিত শোভাযাত্রাটি গেন্ডারিয়া মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সামনে শুরু হয়ে পুরান ঢাকার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। শোভাযাত্রার শুরুতে প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ এর সভাপতিত্বে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ৪৫ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আবদুল কাদির, সংরক্ষিত আসন ১৭-এর কাউন্সিলর হেলেন আক্তার, শহর সমাজসেবা কার্যক্রম সমন্বয় পরিষদের সভাপতি জাকির হোসন প্রমূখ।

তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণে গাজীপুর ও ময়মনসিংহে আলোচনা সভা

ময়মনসিংহ॥ তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণের করনীয় বিষয়ক আলোচনা সভা ০৯ ডিসেম্বর ২০১৯ জেলা প্রশাসনের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। নাটাব, ময়মনসিংহ জেলা কমিটির সাধারন সম্পাদক এড. সমশের আলী;র সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসক মো. মিজানুর রহমান ও বিশেষ অতিথি ছিলেন সিভিল সার্জন ডা: মো. মুজিবুর রহমান।

সভায় জেলা প্রশাসক **মো. মিজানুর রহমান** বলেন, মংমনসিংহে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশে পাশে কোন তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয় করা হলে এবং বিজ্ঞাপন প্রচার করা হলে সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আগামীতে যুব সমাজকে তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষতিকর বিভিন্ন দিক নিয়ে সচেতন করা হবে। সিভিল সার্জন ডা: **মো. মুজিবুর রহমান** বলেন, তামাক সেবনের ফলে মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বেড়ে চলেছে। তামাক থেকে নিজে সচেতন হতে হবে অপরকে সচেতন করতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। জেলা চেম্বার অব কমার্স সহ-সভাপতি **শংকর সাহা** বলেন, মানুষকে সচেতন করতে শপিং ব্যাগে তামাকের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে বার্তা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সভায় সরকারী, বেসরকারী বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাজীপুর॥ তামাকজাত পণ্যের বিজ্ঞাপন, প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতা নিষিদ্ধের বিধান বাস্তবায়নে করনীয় বিষয়ক সভা ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ গাজীপুর প্রেসক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

মুক্তিযোদ্ধা মো. হাতেম আলীর সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মশিউর রহমান, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক এস এম আনোয়ারুল করিম, সিভিল সার্জন অফিসের এম ও (ডিসি) ডা: জাকিয়া সুলতানা, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সহকারী পরিচালক গাজী আনোয়ারুল হক, গাজীপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি মো. মুজিবুর রহমান, মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক মোহাম্মদ খোরশেদ আলম, পুলিশ সুপারের প্রতিনিধি মো. রবিউল ইসলাম, জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর খাদেমুল ইসলাম প্রমূখ। সভায় সকল জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০ গজের মধ্যে তামাকজাত পণ্যের দোকান না রাখতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে গণ বিজ্ঞপ্তি প্রচারের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সকল প্রতিষ্ঠানে ধূমপানমুক্ত সাইন নিশ্চিত করতে হবে

'তামাকমুক্ত চট্টগ্রাম শহর' গড়ে তুলতে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের কার্যকর বাস্তবায়নে সকল্ল প্রতিষ্ঠানে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ নিশ্চিত করা জরুরী। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম শহরের সকল সরকারি অফিসকে ধূমপানমুক্ত রাখতে সাইনেজ প্রদর্শন ও ফোকালপার্সন মনোনিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান শুরু করেছে। পর্যায়ক্রমে আরো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ বেলা ১১টায় 'তামাকমুক্ত চট্টগ্রাম শহর' ওয়ার্কিং কমিটির সভায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সামসুদ্দোহা এসব কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, তরুণ প্রজন্মকে

তামাকের ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তামাক বিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করবে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।

ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য সচিব ইপসা'র উপ-পরিচালক নাছিম বানুর সঞ্চালনায় সভায় উপস্থিত ছিলেন কমিটির আহ্বায়ক চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আফিয়া আখতার। এছাড়াও সিটি কর্পোরেশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ নগরীর বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শেরপুরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধূমপান বন্ধের উদ্যোগ

বগুড়া শেরপুর উপজেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পাবলিক প্লেসে ধূমপান বন্ধে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. লিয়াকত আলী শেখ। ১০০% ধূমপানমুক্ত সাইনবোর্ড স্থাপন নিশ্চিত করতে নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরেজমিনে পরিদর্শন করছেন তিনি।

ইতোমধ্যে উপজেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান ফটকে 'অত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এর প্রাঙ্গণ পাবলিক প্লেস, এখানে ধূমপান আইনত দন্ডনীয় অপরাধ'' শীর্ষক বার্তা সম্বলিত বার্তা শোভা পাচ্ছে। উপজেলার ধনকুন্ডি শাহানাজ সিরাজ উচ্চ বিদ্যালয়, বিশালপুর উচ্চ বিদ্যালয়, পাঁচদেউলী পলাশ মোমেরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়, বেটখৈর উচ্চ বিদ্যালয়, তাঁতড়া উচ্চ বিদ্যালয়, খানপুর উচ্চ বিদ্যালয়, গুয়াগাছি জয়লা উচ্চ বিদ্যালয়, কল্যাণী উচ্চ বিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকগণ জানিয়েছেন, 'উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা তা কার্যকর করেছি।'

ধূমপানমুক্ত দোকান প্রচারাভিযান

কুষ্টিয়ায় বিভিন্ন দোকান ও শোরুম ধূমপানমুক্ত ঘোষণা ও সাইন স্থাপনে সাফ এর উদ্যোগে সচেতনতামুলক প্রচারাভিযান পরিচালনা করা হয়। কুষ্টিয়ার পোড়াদহ রেলগেট এলাকায় 'নিরিবিলি ফোন সার্ভিস' ধূমপানমুক্ত ঘোষণা করেন দোকান মালিক মো. হারুন অর রশিদ মিলন।

এসময় আহাম্মদপুর ক্যাম্পের আইসি এসআই মো. সোলাইমান হোসেন, পোড়াদহ মাদক প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি এম.এ করিম, সাফ'র নির্বাহী পরিচালক মীর আব্দুর রাজ্জাক উপস্থিত ছিলেন।

সাতক্ষীরায় বিভিন্ন দপ্তরে ধূমপানমুক্ত সাইন স্থাপন

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে মৌমাছি সংস্থার উদ্যোগে সাতক্ষীরার আশাশুনি উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, সমাজসেবা কর্মকর্তার কার্যালয়সহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে "ধূমপানমুক্ত এলাকা" বার্তা সম্বলিত সাইন স্থাপন করা হয়।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন জেলায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান

সিরাজগঞ্জ॥ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে তামাক নিয়ন্ত্রন আইন বাস্তবায়নে ২৫ নভেম্বর ২০১৯ সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় হাটিকুমরুলে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হয়। সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ইশরাত জাহান ও ফয়সাল আহমেদ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

অভিযানে হাটিকুমরুল এলাকায় তামাকের বিজ্ঞাপন প্রচার এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন না মেনে আমদানীকৃত বিদেশী সিগারেট বিক্রয়ের দায়ে ৯ জন দোকানি ও পাবলিক প্লেসে ধূমপানের অপরাধে ৫ জন ব্যক্তিকে মোট ৪৮,৯০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়াও প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা মূল্যের বিদেশী সিগারেট ধ্বংস করা হয়েছে। অভিযান পরিচালনাকালে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সদস্য সংগঠন ডিডিপি'র নির্বাহী পরিচালক কাজী সোহেল রানা প্রমূখ।

ময়মনসিংহ॥ ৩ অক্টোবর ২০১৯ ময়মনসিংহ জেলা সদরে জেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাসনিম আক্তার এর নেতৃত্বে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়। আইন লঙ্ঘণ করে বিক্রয়কেন্দ্রে

তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের দায়ে কালিবাড়ি রোডে মিজান ভ্যারাইটিজ স্টোরকে ২০০০ টাকা এবং রেল ষ্টেশনের কৃষ্ণচূড়া চত্বরে মিনার স্টোরকে ৫০০০ টাকা, শফিক স্টোরকে ৩০০০ টাকা, মোস্তফা স্টোর ৪০০০ টাকা জরিমানা করা হয়। মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় উপস্থিত ছিলেন নাটাবের ফিল্ড অফিসার আমিরুল ইসলাম।

ময়মনসিংহ॥ ০৩ ডিসেম্বর ২০১৯ ময়মনসিংহ শহরের ত্রিশাল বাসস্ট্যান্ড হতে মাসকান্দা বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত ২টি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার মানজুরা মুশাররফ এর পরিচালনায় ভ্রাম্যমাণ আদালত তামাকের বিজ্ঞাপন প্রচার করায় ৭টি দোকানের মালিককে ৫৫০০ টাকা এবং তামাকের বিজ্ঞাপন প্রচারের সময় হাতে নাতে ধরা পড়ায় জাপান টোব্যাকো কোম্পানির কোম্পানির এক প্রতিনিধিকে ৫০০০ টাকা জরিমানা করা হয়। অপর ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এটিএম আরিফ। তামাকের বিজ্ঞাপন প্রচারে তিনি দুজন দোকানীকে ৩০০০ টাকা

জরিমানা করেন। ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে পরিচালিত উক্ত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় সহযোগিতা করেন সদর উপজেলার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মো. মাহবুব হোসেন এবং নাটাবের ফিল্ড অফিসার আমিরুল ইসলাম।

ঢাকা॥ ঢাকা দক্ষিন সিটি কর্পোরেশনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এ.এইচ এরফান উদ্দিন আহমেদ এর নেতৃত্বে ১৫ অক্টোবর ২০১৯ মতিঝিল সিটি সেন্টার থেকে শুরু করে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন ভবন এবং বক্স কালভার্ট রোড এলাকায় তামাকজাত পণ্যের বিজ্ঞাপন অপসারণে ভ্রাম্যমাণ আদালত

পরিচালিত হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত মতিঝিলে ২৮টি এবং সেগুনবাগিচা এলাকায় ৩০টি তামাকের বিক্রয় কেন্দ্রের বিজ্ঞাপন অপসারণ করা হয়। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এ.এইচ এরফান উদ্দিন আহমেদ আহমেদ প্রত্যেক দোকান মালিককে সতর্ক করেন পুনরায় বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করলে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী সর্বোচ্চ জরিমানা এবং জেল এর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জাতীয় যক্ষা নিরোধ সমিতি-নাটাব এর ফিল্ড অফিসার কানিজ ফাতেমা রুশি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার সময় উপস্থিত ছিলেন।

টাঙ্গাইল॥ ২০ অক্টোবর ২০১৯ টাঙ্গাইলে নতুন বাসস্ট্যান্ডে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে ভ্রাম্যমাণ আদালত পারিচালিত হয়।

টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আব্দুল করিম, তারিন মসরুর এবং সূচি রানী সাহা ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। অভিযানকালে নতুন বাসস্ট্যান্ডে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অমান্য করে বিজ্ঞাপন প্রচার করায় রিফা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরকে ১০ হাজার, মোতালেব স্টোরকে ২ হাজার এবং হেকমত স্টোরকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালতে উপস্থিত ছিলেন নাটাব এর ফিল্ড অফিসার মো. শাহীনুর রহমান ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তাবৃন্দ।

দেশব্যাপী জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস ২০১৯ উদযাপন

সরকারীভাবে জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস ঘোষণার দাবী

সরকারীভাবে জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস ঘোষণা ও পালনের দাবীতে দেশব্যাপী ৯ অক্টোবর তামাকমুক্ত দিবস পালন করা হয়েছে। দিবসটি উদযাপনে সারাদেশে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সঙ্গে সম্পৃক্ত সংগঠনগুলো নিজ নিজ উদ্যোগে তামাক বিরোধী শোভাযাত্রা, মানববন্ধন, অবস্থান কর্মসূচি, আলোচনা সভাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। যথাসময়ে জোট'র সচিবালয়ে প্রাপ্ত সংবাদসমূহ গ্রন্থণা করেছেন **আবু রায়হান**। নিম্নে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রতিবেদন তুলে ধরা হলো।

ঢাকা॥ ০৯ অক্টোবর ২০১৯ সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, এসিডি, এইড ফাউন্ডেশন, আর্ক ফাউন্ডেশন, বিসিসিপি, ক্যাব, গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি, নাটাব, প্রত্যাশা, টিসিআরসি, ইপসা ও ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট'র উদ্যোগে অবস্থান কর্মসূচি আয়োজন করা হয়।

প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ এর সভাপতিত্বে কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন চলচ্চিত্র পরিচালক ছটকু আহমেদ, বিসিসিপি'র তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের টিম লিডার শামীমুল ইসলাম, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের পরিচালক গাউস পিয়ারী, ইপসা'র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো. নাজমুল হায়দার, নাটাবের প্রকল্প সমন্বয়কারী একেএম খলিল উল্লাহ, পরিবেশ আন্দোলন মঞ্চের সভাপতি আমির হাসান মাসুদ, বাপা'র জাতীয় কমিটির সদস্য মো. নাজিমুদ্দিন প্রমূখ। কর্মসূচি সঞ্চালনা করেন আর্ক ফাউন্ডেশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প ব্যবস্থাপক হামিদুল ইসলাম হিল্লোল।

কামরাঙ্গীচর, ঢাকা॥ পরিবেশ আন্দোলন মঞ্চ, সুবন্ধন সামাজিক কল্যাণ সংস্থা ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের উদ্যোগে ৬ অক্টোবর সকালে লালবাগের নূর কিন্ডারগার্ডেনে একটি আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ আন্দোলন মঞ্চ'র সভাপতি আমির হাসান। এসময় এইড ফাইন্ডেশন, সুবন্ধন সামাজিক কল্যাণ সংস্থাসহ বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পবা, রাজশাহী॥ বস্তি উন্নয়ন ও কর্ম সংস্থা, সম্প্রীতি সোসাইটি, প্রতিভা বিকাশ কেন্দ্র, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা আবুল কালাম আজাদ পাঠাগার এর যৌথ আয়োজনে হরিপুর ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সের সামনে ৯ অক্টোবর সকালে মানববন্ধন ও লিফলেট ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত করা হয়।

সিরাজগঞ্জ॥ ০৯ অক্টোবর ডিডিপি, প্রথমআলো বন্ধুসভা, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের আয়োজনে সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সংলগ্ন এলাকায় মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

নওগাঁ॥ প্রজন্ম মানবিক অধিকার উন্নয়ন কেন্দ্র উদ্যোগে ৯ অক্টোবর সকাল ১০টায় নওগাঁ আত্রাই উপজেলার বান্দাইখাড়া টেকনিক্যাল কলেজের সামনে অবস্থান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। প্রজন্মের আলো'র সম্পাদক অধ্যক্ষ আব্দুর রহমান রিজভী'র সভাপতিত্বে উক্ত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রভাষক জাকিরুল ইসলাম, প্রভাষক মাসুদ পারভেজ, আবু রেজা, মামুনুর রশিদ, রিপন সরদার, ইদ্রিস আলী, আবু বকর সিদ্দিক, রফিকুজ্জামান মানিক প্রমূখ। বান্দাইখাড়া বিএম কলেজ ও রহমান স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউটের ছাত্রছাত্রী ও প্রশিক্ষনার্থীগণ অংশ গ্রহন করেন।

নওগাঁ॥ বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর সহযোগিতায় রানী, অগ্রযাত্রা, জননী ও প্রভাতী সংস্থার আয়োজনে ১০ অক্টোবর সকালে নওগাঁ শহরের মুক্তির মোড় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন রানী'র প্রধান নির্বাহী ফজলুল হক খান, অগ্রযাত্রা'র নির্বাহী পরিচালক রায়হান আলম, প্রভাতী'র নির্বাহী পরিচালক পারভীন আকতার ও জননী'র নির্বাহী পরিচালক আকরামুল ইসলাম।

রাণীনগর, নওগাঁ॥ ৯ অক্টোবর ২০১৯ নওগাঁর রাণীনগরে ইসরাফিল আলম ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদের সামনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। ইসরাফিল আলম ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক অধ্যক্ষ আব্দুর রহমান রিজভী'র সভাপতিত্বে মানববন্ধনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য মো. ইসরাফিল আলম। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জারজিস হাসান মিঠু, ইসরাফিল আলম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের উপাধ্যক্ষ মাসুদ পারভেজ, রাণীনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক ও সদর ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান পিন্টু, শ্রম বিষয়ক সম্পাদক সাদাত সায়েম, জেলা পরিষদের সদস্য আব্দুল মান্নান, উপজেলা যুবলীগের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম চাঁদ প্রমূখ।

কুষ্টিয়া॥ সাফ, নিকুশিমাজ, আলো, উদয়, মহিলা উন্নয়ন সমিতি, মুক্তি নারী ও শিশু উন্নয়ন সংস্থার আয়োজনে কুষ্টিয়ায় আলোচনা সভা ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। সাফ'র নির্বাহী পরিচালক মীর আব্দুর রাজ্জাক এর পরিচালনায় মুক্তি নারী ও শিশু উন্নয়ন সংস্থার মো. জুবায়ের হোসেন মতিন আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ের পরিদর্শক মো. বেলাল হোসেন। বক্তব্য রাখেন নিকুশিমাজের নির্বাহী পরিচালক সালমা সুলতানা, আলো সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ফিরোজ আহমেদ, মহিলা উন্নয়ন সমিতির সভাপতি নিলুফা ইয়াসসিন, উদয় সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আফরোজা ইসলাম, সমাজসেবক ইব্রাহিম খলিল, বখতিয়ার হোসেন, আলাউদ্দিন আহাম্মেদ, তারকনাথ কুন্ডু, রিক্তা খাতুন প্রমূখ। সভা ও মানববন্ধন শেষে জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা॥ ১৬ অক্টোবর দর্শনায় মৌচাক সংস্থার আয়োজনে শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন মৌচাক সংস্থার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার বুলবুল ইসলাম। আলোচনা করেন ফিল্ড অফিসার সেলিম আহমেদ, আব্দুল্লাহ আল মামুন, বিল্লাল হোসন ও লাখী খাতুন। সভা শেষে শোভাযাত্রা পৌরসভার প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন করে। চুয়াডাঙ্গা॥ প্রত্যাশা সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট'র আয়োজনে ১৩ অক্টোবর পিএসইউএস এর ট্রেনিং রুমে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

যশোর॥ ১৪ অক্টোবর ২০১৯ যশোরে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট'র সদস্য সংগঠনের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসক রফিকুল হাসান বরাবর দিবসের প্রতিপাদ্য তুলে ধরে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন পল্লী প্রগতি সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবুল কালাম আজাদ, প্রশিক্ষিত যুব কল্যাণ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জামিউল ইসলাম ডাবলু, পোফ এর নির্বাহী পরিচালক মো. জালাল উদ্দিন ও স্বজন চক্রের নির্বাহী পরিচালক সুভাস ভক্ত। স্মারকলিপি প্রদান শেষে জনসচেতনতা তৈরীতে স্থানীয়দের মাঝে লিফলেট বিতরণ করা হয়।

ঝিনাইদহ॥ প্রভা সোসাইটি'র উদ্যোগে ১৫ অক্টোবর ২০১৯ সাধুপতিরাম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কবি ট্রেনিং কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রভা সোসাইটি'র সভাপতি মো. এমদাদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাধুপতিরাম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাইদুর রহমান, প্রভা সোসাইটির নির্বাহী পরিচালক এনামুল কবির বাবুল। সভা পরিচালনা করেন প্রভা সোসাইটি'র কোর্ডিনেটর রবিউল ইসলাম।

গাংনী, মেহেরপুর॥ আশ্রয় সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, স্বদেশ হিউম্যান অ্যাসিস্ট্যান্ট সোসাইটি, ওআরডি ও সানঘাট পল্লী উন্নয়ন সংস্থার আয়োজনে ১৬ অক্টোবর ২০১৯ গাংনীতে পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় মার্কেট থেকে শুরু করে বাজারের জনসমাগম স্থলগুলোতে লিফলেট বিতরণ করা হয়। লিফলেট বিতরণ শেষে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম গতিশীল করতে জেলা প্রশাসক আতাউল গনি বরাবর পত্র প্রদান করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন আশ্রয় সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক তৌহিদ-উদ-দৌলা রেজা, স্বদেশ হিউম্যান অ্যাসিস্ট্যান্ট সোসাইটির নির্বাহী পরিচালক মাজেদুল হক মানিক, ওআরডি নির্বাহী পরিচালক আবু হোসেন ও সানঘাট পল্লী উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মহিবুল আলম, আশ্রয় সমাজ উন্নয়ন সংস্থার পরিচালক এমএ হাসান সুমন, মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল কলেজের প্রভাষক এসএম রফিকুল আলম বকুল। লিফলেট ক্যাম্পেইন শেষে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক আতাউল গনি মহোদয়ের নিকট সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে গতিশীল করতে পত্র প্রদান করা হয়।

আমঝুপি, মেহেরপুর॥ ৯ অক্টোবর সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার আয়োজনে সংস্থার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সুবাহ এর নির্বাহী পরিচালক এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন সাংবাদিক রফিকুল আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন সোসাইটি ফর দি প্রোমোশন অব হিউম্যান রাইটস এর নির্বাহী পরিচালক আবু আবিদ। অন্যান্যরদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অপারজিতা সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মোছা: রেহেনা মান্নান, হেলফ ফাউণ্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক মেছা: দিলারা পারভিন, হিডো বাংলাদেশ এর পরিচালক মোছা: কাজল রেখা। আলোচনা সভা পরিচালনা করেন সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার কো-অর্ডিনেটর এস এম আব্দুল কুদ্দুস।

বাগেরহাট॥ কাড়াপাড়া নারী কল্যাণ সংস্থা, অগ্রদুত এবং ডাস বাংলাদেশ এর আয়োজনে বাগেরহাট কেন্দ্রিয় লঞ্চঘাট এলাকায় লিফলেট ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পেইন শেষে দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় তুলে ধরে বাগেরহাট জেলা প্রশাসকের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করেন জোটের সদস্য সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ।

দিনাজপুর॥ বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর সহযোগীতায় বিকাশ, ব্রীসডো এবং ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট এর যৌথ আয়োজনে সকাল ১০টায় রাণীরবন্দর বাজার সংলগ্ন এলাকায় মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানবন্ধন শেষে রানীরবন্দর বাজার চত্তরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিকাশ এর নির্বাহী পরিচালক নুরুল হক এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি'র বক্তব্য রাখেন রাণীরবন্দর শান্তি সংঘের প্রতিষ্ঠাতা মো. ফজলুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে ব্রীসডো'র নির্বাহী পরিচালক ওবায়দুর রহমান, ভিডো'র নির্বাহী পরিচালক গোলাম রব্বানী, প্রভাষক ফিরোজ মাহমুদ, মো. জিল্লুর রহমান প্রমূখ বক্তব্য রাখেন।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া॥ ৯ অক্টোবর সকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (ভিডিসি) এর উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু স্কয়ারে জাতীয় মানববন্ধন, শোভাযাত্রা ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। এছাড়া দিবসের প্রতিপাদ্য তুলে ধরে জেলা প্রশাসকের বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন ভিডিসি'র কর্মকর্তাবৃন্দ।

হবিগঞ্জ॥ আবাস, হোসেড, হাসি, আরডিসি ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের আয়োজনে ৯ অক্টোবর সকালে হাসি'র সভাকক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সুনামগঞ্জ॥ আরডিএসএ সংগঠনের সহায়তায় সুনামগঞ্জ সিভিল সার্জন কার্যালয়ের আয়োজনে ৯ অক্টোবর দুপুরে শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সিভিল সার্জন ডা: আশুতোষ দাশ। সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা মোহাম্মদ ওমর ফারুক এর সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন আরডিএসএ এর নির্বাহী পরিচালক মো. মিজানুল হক সরকার প্রমূখ।

তামাক নিয়ন্ত্রণে অতীত ও বর্তমান

হেলাল আহমেদ

তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম অনেক আগে থেকেই দেশে শুরু হয়েছে কিন্তু ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর গঠন ছিল একটি টার্নিং পয়েন্ট।

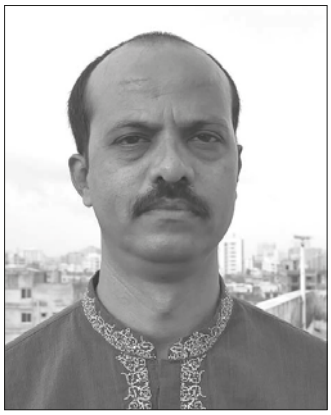

তৎকালীন সময়ে বিএটি ভয়েজ অব ডিসকভারি নামের একটি প্রমোদতরী চট্টগ্রামে এসেছিল। ওদের কাজ ছিল জনপ্লেয়ার গোল্ডলীফ সিগারেটের প্রচার করা। বিএটি ভয়েজ অব ডিসকভারি নামের এ তরী রুখতে সৃষ্টি হয় বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের। তামাক নিয়ন্ত্রণে তখন আমরা সারাদেশে সামাজিক আন্দোলন তৈরি করতে পেরেছিলাম। ঐ কার্যক্রমের মাধ্যমের ধারাবাহিকতায় আজকের এই সফলতা। বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত সংগঠনগুলোর দাবির প্রেক্ষিতেই সরকার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় গঠন করেছে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল। যেটি সরকারীভাবে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিকভাবে বাংলাদেশের সার্বিক তামাক নিয়ন্ত্রনের কার্যক্রম সমন্বয় করছে।

১৯৯০ সালের দিকে কয়েকজন তরুণ স্বেচ্ছায় একত্রিত হয়ে 'প্রত্যাশা' মাদক বিরোধী সংগঠন গড়ে তোলে। 'প্রত্যাশা' বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই তামাক নিয়ন্ত্রণে সক্রিয়ভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় একসময় নজীর স্থাপন করার জন্য প্রয়োজন ছিল ধূমপানমুক্ত স্থান নির্দিষ্ট করার। তখন এখনকার মতো তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন দ্বারা নির্ধারিত ধূমপানমুক্ত স্থান ছিল না। সকল স্থানেই মানুষ অবাধে ধূমপান করতে পারতো। এমন একটা সময়ে আমরা প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আওতাধীন লালবাগ কেল্লা ও আহসান মঞ্জিল, বলধা গার্ডেন, বোটানিক্যাল গার্ডেন, ঢাকা চিড়িয়াখানা, শিশু পার্ক, পাবলিক লাইব্রেরি, জগন্নাথ বিশ্ববদ্যালয়সহ অনেকগুলো স্থাপনা ধূমপানমুক্ত করেছিলাম। বাংলাদেশে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ পাস হবার পূর্বেই আমরা ৩০০ (তিনশত) রেস্টুরেন্টকে ধূমপানমুক্ত করেছিলাম। এই কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে সম্পাদনে রেস্টুরেন্ট মালিক সমিতি, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট সহায়তা করেছিল। এটা ছিল তৎকালীন সময়ে আমাদের জন্য একটা বিরাট অর্জন।

একটা সময় আমরা লক্ষ্য করলাম, তামাক কোম্পানি তরুণদের লক্ষ্য করে প্রচারণা চালাচ্ছে। কারণ একটা তরুনকে যদি ১২/১৪ বছরে তামাকে আসক্ত করা যায়, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সে এই আসক্তির কারণেই তামাক কোম্পানিকে টাকা দিয়ে যাবে। তরুণরা যেন তামাকে আসক্ত না হয়, আমরা সে চেষ্টা শুরু করি। আমরা বিশ্বাস করি, চিকিৎসার চাইতে প্রতিরোধ উত্তম- এই থিওরি মাথায় নিয়ে তরুণরা যাতে তামাকে আসক্ত না হয় তার জন্য গ্রহণ করি ধারাবাহিক বিভিন্ন কার্যক্রম। তরুণদের জন্য খেলাধূলা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। ক্রীড়াঙ্গন ধূমপানমুক্ত রাখার জন্য ১৯৯২সাল থেকেই আমরা শুরু করি কার্যক্রম। কিশোর-তরুণদের সম্পৃক্ত করে 'ধূমপানমুক্ত ক্রীড়াঙ্গন চাই'–এ দাবিকে সামনে নিয়ে ফুটবল, টেবিল টেনিস, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, বডি বিল্ডিংসহ বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করি। প্রকৃতপক্ষে, তরুণ জনগোষ্ঠিকে তামাক ও অন্যান্য নেশা হতে দুরে রাখতে এ ধরনের কার্যক্রম আরো বেশি আয়োজন করতে হবে। যা আগামী দিনের তামাক নিয়ন্ত্রণকে জোরালো করবে।

দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন পাসের পর একটি আশার জায়গা তৈরী হয়। প্রথমদিক তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার অনুরোধ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে জেলা প্রশাসক কার্যালয়, সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে। আইন পাসের পর অসংখ্য মোবাইল কোর্টের সঙ্গে যুক্ত থাকতে গিয়ে দেখেছি ম্যাজিস্ট্রেট সম্মত তো ঐ সময়ে পুলিশ পাওয়া যাচ্ছে না। ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ না পাওয়ায় সময়মত মোবাইল কোর্ট করা যায়নি। তাদের অন্য অনেক দায়িত্ব থাকায় প্রশাসন বা স্থানীয় থানা থেকে অনেক সময় সহায়তা পাওয়া যায় না। এজন্য তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের একটি মোবাইল কোর্ট টিম ও নিজস্ব পুলিশ বাহিনী থাকা দরকার। তবে তখন থেকেই কিছু সরকারী কর্মতার আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সহায়তা ছিল। যা তামাক নিয়ন্ত্রণকে আজকের পর্যায়ে আনতে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেছে।

তামাক নিয়ন্ত্রণে আমাদের অর্জন কম নয়। কিন্ত এখনো থেমে যাবার সময় আসেনি। তামাক নিয়ন্ত্রণে আইন বাস্তবায়নের পাশাপাশি প্রয়োজন তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল এর সক্ষমতা ও জনবল বৃদ্ধি । সেইসাথে তামাক কোম্পানিগুলো প্রতিনিয়ত যেভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ও সহায়ক নীতিগুলোকে হস্তক্ষেপ করে যাচ্ছে সেটি প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানিতে সরকারের যে শেয়ার আছে, তা অবিলম্বে প্রত্যাহার করে নিতে হবে। এবং তামাক কোম্পানির বোর্ড অব ডিরেক্টর থেকেও সচিবদের প্রত্যাহার করতে হবে।

সেই সাথে প্রয়োজন সকল তামাকজাত দ্রব্যের উপর উচ্চহারে কর বৃদ্ধি ও সারচার্জ আরোপ করা। আমাদের প্রত্যাশা, তামাকের উপর এমনভাবে কর আরোপ করা হবে যেন একটা বাচ্চা ছেলে বা দরিদ্র ব্যক্তি হাতখরচ বাঁচিয়ে সিগারেট কিনতে না পারে। তামাকজাত দ্রব্যে যেন প্যাকেট খোলা অর্থাৎ- খুচরা বিক্রয় যেন কেউ করতে না পারে। আমরা প্রতিবছরই শুনে আসছি যে ,এবার কর বাড়বে। কিন্তু সেভাবে কর বাড়ছে না, যা বাড়ছে তা এক ধরনের শুভঙ্করের ফাঁকি।

গণপরিবহনগুলোতে এখন ধূমপান প্রায় নেই বল্লেই চলে। তবে চালক ও তার সহকারীরা মাঝে মাঝে ধূমপান করে। জনগনকে এ বিষয়ে আরো সচেতন করে তুলতে হবে। যদি জনগণকে তামাকের ক্ষতি বুঝানো যায় তাহলে জনগণই বাস, লঞ্চ এর চালক, সহকারীদের বিরত রাখবে। এজন্য টিভি, এফএম রেডিও, টেলিভিশন, অনলাইন মিডিয়াগুলোতে নিয়মিত তামাকের ক্ষতিকর বিষয়ে বিজ্ঞাপন প্রচার করা দরকার। অনলাইনে বিভিন্ন অ্যাপস এর মাধ্যমে কুইট লাইন কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে।

- হেলাল আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন ও ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়কারী, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট

সার্বিক তামাক নিয়ন্ত্রণে প্রতিবন্ধকতা: উত্তরণে করনীয়

সৈয়দা অনন্যা রহমান

বাংলাদেশে বর্তমানে তামাক ব্যবহারকারী ৩৫.৩%। ২০১৮ সালে তামাকজনিত রোগে প্রায় ১ লক্ষ ২৬ হাজার জনের অকাল মৃত্যু হয়েছে।

তামাকজনিত রোগ ও অকাল মৃত্যুর কারণে প্রতিবছর ৩০ হাজার ৫৭০ কোটি টাকা বা ৩.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমান অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সরকার প্রতিরোধযোগ্য এ বির্পযয় থেকে সুরক্ষায় তামাক নিয়ন্ত্রনে গ্রহণ করছে নানা পদক্ষেপ। কিন্তু কোম্পানিগুলো সরকারের প্রচেষ্টা বিঘ্নিত করতে দীর্ঘদিন থেকে নানা কৌশলে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে আসছে। আর্ন্তজাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) এর আর্টিক্যাল ৫.৩ তে তামাক কোম্পানির প্রভাব থেকে সহায়ক নীতিসমুহ সুরক্ষার বিষয়টি তুলে ধরা হলেও বাংলাদেশে এক্ষত্রে তামাক কোম্পানিগুলোর প্রভাব সুস্পষ্ট। বিগত দিনে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের বিধিমালা প্রণয়ন, সারচার্জ ব্যবস্থাপনা নীতি, প্যাকেট ওয়ার্নিং বিলম্বিতকরণ, শুল্ক প্রত্যাহার ও অব্যহতি, ইনপুট ক্রেডিট সুবিধা প্রাপ্তি, "কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮" তে তামাককে অর্থকরী ফসল হিসাবে অর্ন্তভুক্তি করানো প্রভৃতি বিষয়গুলো তামাক নিয়ন্ত্রণে কোম্পানির প্রভাবের বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট করে তুলেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, স্বাস্থ্যহানীকর পন্য উৎপাদনকারী তামাক কোম্পানির পরিচালনা বোর্ডে সরকারী কর্মকর্তাদের আধিক্য একটি বড় সমস্যা। সরকারের অতি ক্ষুদ্র শেয়ার থাকার সুবিধা ব্যাপকভাবে গ্রহণ করছে তামাক কোম্পানিগুলো। বাংলাদেশে বিএটিবিতে সরকারের মাত্র ১০.৮৫% শেয়ারের কারণে এর পরিচালনা পর্ষদের মোট ৯জন পরিচালকের মধ্যে সরকারের প্রতিনিধি রয়েছেন ৬ জন। সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতও তামাকজাত দ্রব্য বন্ধ করার উদ্দেশ্যে বিএটিবির সরকারি অংশের শেয়ার ছেড়ে দেয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন।

যে কোন পুরুস্কার ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানকে অনুপ্রাণিত করে। তামাক কোম্পানিগুলোকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পুরুস্কৃত করা হলে সেটিও একধরনের উৎসাহ প্রদান। দেশের শীর্ষ করদাতা হিসাবে হাকিমপুরী জর্দ্দার মালিক অর্জন করেছেন সিআইপি মর্যাদার জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সর্বাধিক এওয়ার্ড। সমগ্র বাংলাদেশে সাতবার প্রথম স্থানসহ সর্বোচ্চ আয়করদাতা হিসাবে টানা ১৪ বার রাষ্ট্রীয় পুরুস্কারে ভূষিত হয়েছেন তিনি। অথচ স্বাস্থ্যহানীকর যে পণ্যটি উৎপাদন করে তিনি সিআইপি মর্যাদা ও এতবার রাষ্ট্রীয় পুরুস্কার পেয়েছেন গত ৯ ডিসেম্বর ২০১৯ দুই ধাপে পরীক্ষা করে সে পণ্যে ক্ষতিকর মাত্রায় সিসা, ক্যাডমিয়াম ও ক্রোমিয়ামের মতো ভারী ধাতু পাওয়ায় বাজার থেকে তা উঠিয়ে নেয়ার আদেশ দিয়েছে বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত। বিট্রিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানীও রাষ্ট্রীয়ভাবে অর্জন করেছে বহু পুরুস্কার।

সরকার ক্ষতিকর তামাক পণ্যের উপর ট্যারিফ বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করায় বিগত দিনে আকিজ জর্দা কোম্পানি অসৎ পথে ব্যবসা বাড়ানোর হুমকি দেওয়ার নজীরও রয়েছে বাংলাদেশে। তারা ভোক্তাদের ক্রয় ক্ষমতা বিবেচনা করে রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে কম মূল্যে জর্দ্দা বাজারজাত করা হচ্ছে বলেও প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে তামাক রপ্তানী শুল্ক ছিল ২৫%। পরে কমিয়ে ১০% করা হয়। এবছর প্রস্তাবিত বাজেটে সেটুকুও তুলে দেওয়া হয়েছে। ফলে এ খাত থেকে কোন টাকা পায়নি সরকার এবং শুল্কমুক্ত সুবিধায় রফতানি বাড়িয়ে অধিক মুনাফার সুযোগ পেয়েছে তামাক কোম্পানি। অথচ মাত্র ১০% শুল্ক থাকলেও সরকার রাজস্ব পেত ৫০ কোটি টাকা। অপরদিকে, বিড়ির উপর সম্পূরক শুল্ক ছিল ৩৫ শতাংশ। হঠাৎ করে বাজেট পাসের তিনমাস পর সেটি কমিয়ে ৩০ শতাংশ করে দেওয়া হয়। অর্থমন্ত্রী স্পষ্ট বলেছিলেন, 'বাজেটের প্রতিটি দাঁড়ি-কমা পালন করতে হবে।'

আরেকটি উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতি বছর সিগারেট প্রস্তুতকারক, তামাক রপ্তানীকারক, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ সংস্থা এবং কৃষক প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত কৃষি মূল্য উপদেষ্টা কমিটির মাধ্যমে তামাকের সর্বনিম্ন দাম নির্ধারন করা হয়ে থাকে। ২০১৮ সালে কৃষি বিপণন আইন,২০১৮- এর তপশিল ১ (খ) তে তামাক কে অর্থকরী ফসল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত আইনে তামাক অর্থকরী ফসল হিসাবে উল্লেখ থাকায় আইন অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে সরকারের সহায়তায় তামাকের ব্যাপক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ঘটবে।

বিশ্বব্যাপী সব ধরনের তামাকের ব্যবহার সীমিত করার লক্ষ্যে প্রণীত হয় আন্তর্জাতিক চুক্তি Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)। এই চুক্তি স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র হিসাবে তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের ক্ষেত্রেও FCTC বাস্তবায়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এখানে জনস্বার্থে প্রণীত নীতিসমূহকে তামাক কোম্পানির প্রভাব থেকে সুরক্ষার বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করে এটি বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনার আলোকে তামাক কোম্পানির সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সরকারের সকল সেক্টরকে নিয়ে সমন্বিত পন্থা নির্ধারন ও সেইসাথে সহায়ক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

সেইসাথে ২০৪০ সালের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় বাস্তবায়নে তামাকের ব্যবহার কমানোর পাশাপাশি তামাক নিয়ন্ত্রণে সহায়ক নীতি ও কার্যক্রম কোম্পানির প্রভাবমুক্ত রাখা প্রয়োজন। এমতাবস্থায় সহায়ক নীতিসমুহ সুরক্ষিত এবং কার্যক্রমকে গতিশীল করতে তামাক কোম্পানি থেকে সরকারের শেয়ার তুলে নেওয়া অত্যন্ত জরুরী। বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রই ইতোমধ্যেই এফসিটি'র আলোকে তামাক কোম্পানির প্রভাব থেকে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তাদের রাষ্ট্রীয় আইনে উক্ত বিষয়টি সম্পৃক্ত করেছে। উগান্ডা, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, ব্রাজিল, পানামা, ইউরোপিয়ার ইউনিয়ন, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডসহ আরো কিছু রাষ্ট্র এফসিটি-সির আর্টিক্যাল ৫.৩ অনুসারে নিজেদের দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ও নীতি সুরক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশেও তামাক কোম্পানির আগ্রাসী প্রভাব প্রতিহত করতে সহায়ক নীতি প্রণয়নের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বর্তমান আইনটি সংশোধন করে এ বিষয়টি যুক্ত করা জরুরী।

-সৈয়দা অনন্যা রহমান, জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মী ও কর্মসূচি ব্যবস্থাপক, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট

বিশ্ববিদ্যালয়ে তামাক কোম্পানির সবধরনের প্রচারণা বন্ধে ইউজিসি'র নির্দেশনা

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর চিঠির প্রেক্ষিতে দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাটল অব মাইন্ডসহ তামাক কোম্পানির সব ধরনের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা কার্যক্রম বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন। ০৩ অক্টোবর ২০১৯ যুগ্ম সচিব জাফর আহম্মদ জাহাঙ্গীর এর স্বাক্ষরিত নির্দেশনাটি দেশের সকল সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রেরণ করা হয়।

জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলও ইতোমধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তামাক কোম্পানির বিভিন্ন ধরনের ক্যাম্পেইন (ব্যাটল অব মাইন্ড, এক্সসীড ক্যাম্পাস এম্বাসেডর) ও বিভিন্ন ধরনের সেমিনার কার্যক্রম বন্ধে চিঠি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে প্রেরণ করে।

বাংলাদেশ
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

শিক্ষার্থী ও দেশের তরুণ প্রজন্মকে নেশার করাল গ্রাস থেকে রক্ষায় উদ্যোগ গ্রহণ করায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট। পাশাপাশি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশে-পাশে তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়কেন্দ্র না রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের আহ্বান জানায় জোট।

উল্লেখ্য, তামাক কোম্পানিগুলো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে 'ব্যাটল অব মাইন্ড' নামক কর্মসূচির আড়ালে তামাকজাত পণ্যের ব্রান্ড প্রমোশন করছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর আশেপাশে তামাকের দোকান স্থাপন বাড়িয়েছে। যা দেশের তরুণদের তামাক পণ্য ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করছে। যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২০৪০ সালের মধ্যে 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' গড়ে তোলার প্রত্যয় বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করছে। এমতাবস্থায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঘিরে তামাক কোম্পানিগুলোর কার্যক্রম বন্ধ করা অত্যন্ত জরুরী।

ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় তাদের ক্যাম্পাসে তামাক কোম্পানির এ ধরনের কার্যক্রম বন্ধ করে। তামাক কোম্পানির প্রতারণামূলক কর্মসূচি বন্ধে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটসহ বিভিন্ন সংগঠন সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়কারী হেলাল আহমেদ বলেন, বিএটি'বি ২০০৪ সাল থেকে তাদের ব্র্যান্ড প্রমোশন, তরুণ প্রজন্মকে ধূমপানে আকৃষ্ট করা এবং নীতি প্রণেতাদের প্রভাবিত করতেই এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছে। কর্মসংস্থান তৈরীর নামে কোম্পানিটি প্রতিবছর এ প্রতিযোগিতা আয়োজনে বিপুল অর্থ ব্যয় করে। অথচ, বিগত ১৬ বছরে চাকরি দেওয়ার নামে ৩০ হাজারের অধিক তরুণকে এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করানো হলেও চাকরি পেয়েছে মাত্র ১০০ জন বা এর সামান্য কিছু বেশি সংখ্যক প্রতিযোগী। এ থেকেই তাদের আসল উদ্দেশ্য বোঝা যায়। আমাদের তরুণ প্রজন্মের সুরক্ষায় তামাক কোম্পানিগুলোকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

হাকিমপুরী জর্দা বাজার থেকে তুলে নেয়ার নির্দেশ

দুই ধাপে পরীক্ষা করে হাকিমপুরি জর্দায় মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর উপাদান সিসা, ক্যাডমিয়াম ও ক্রোমিয়াম পাওয়ায় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে বাজার থেকে এ জর্দা তুলে নিতে বলেছে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ। এ বিষয়ে বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতে মামলা করা হয়েছে।

নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান **সৈয়দা সারওয়ার জাহান** বলেন, 'আমরা মোট ৩২ ধরনের জর্দা পরীক্ষা করে বেশির ভাগেই ভারী ধাতু পেয়েছি। এগুলো থাকলে এবং কেউ তা সেবন করলে মানুষের মারাত্মক রোগ দেখা দিতে পারে। এ কারণে আমরা তাদের বিরুদ্ধে জরিমানা ও মামলা করছি। এই পণ্য যাতে দেশের কোথাও বিক্রি না হয় সেজন্য সরকারের অন্য সংস্থাগুলোর সহায়তা নিয়ে আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি।'

জর্দা, খয়ের ও গুল ব্যবহার বন্ধে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের

সতর্কীকরণ গণবিজ্ঞপ্তি

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাজার থেকে সম্প্রতি বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেশের ২২টি জর্দা, খয়ের ও গুল এর নমুনা সংগ্রহপূর্বক স্বীকৃত ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করা হয়েছে।

পরিক্ষীত নমুনা সমূহের মধ্যে রয়েছে, গিলা খয়ের, তীর মার্কা খয়ের, মালাই খয়ের, অন্তরা খয়ের, কালো পাথর বাঙ্ক খয়ের, সাদা বাঙ্ক খয়ের, ইগল গুল, মোস্তাফা গুল, শাহজাদা গুল, রতন জর্দা, হকিমপুরী জর্দা, গুরুদেব জর্দা, শাহজাদি জর্দা (নির্মলের), মহিউদ্দিন জর্দা, হাকিমপুরী জর্দা, ঢাকা জর্দা, মকিমপুর জর্দা, শাহী হীরা জর্দা, জাফরানী জর্দা, শাহজাদী জর্দা (আলম), বউ শাহজাদী জর্দা এবং চাঁদপুরী জর্দা। ল্যাব রিপোর্ট অনুযায়ী এসব পণ্য তৈরির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কেমিক্যাল রং ব্যবহার করা হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ফার্নিচারের বার্ণিশে ব্যবহারের জন্য যেসব কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয় সেগুলো দিয়েই সরাসরি খয়ের তৈরি হচ্ছে।

ল্যাব রিপোর্ট অনুযায়ী পরিক্ষীত, ২২টি জর্দা, খয়ের ও গুলে বিষাক্ত হেভি মেটাল যথাক্রমে লেড, ক্যাডমিয়াম ও ক্রোমিয়াম পাওয়া গেছে। যা মানবস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। জর্দা, খয়ের ও গুল দীর্ঘদিন খাওয়ার কারণে মাড়ি ও লিভার ক্যান্সারের মতো জটিল রোগ হতে পারে বলে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের বিশেষজ্ঞবৃন্দ মতামত ব্যক্ত করেন।

এমতাবস্থায়, সংশ্লিষ্ট জর্দা, খয়ের ও গুল উৎপাদনকারী, সরবরাহকারী, পরিবেশনকারী, মজুদকারী, পরিবহনকারী, পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা এবং গ্রাহককে উক্ত দূষণযুক্ত পণ্য উৎপাদন, বিক্রয় না করার জন্য সতর্ক করা হল।

এই গণবিজ্ঞপ্তি প্রচারের পরে কোন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত জর্দা, খয়ের ও গুল এসব তামাকজাত দ্রব্যে ক্ষতিকর বিষাক্ত কেমিক্যাল এবং হেভি মেটাল যথা লেড, ক্যাডমিয়াম ও ক্রোমিয়াম এর উপস্থিতি প্রমাণিত হলে দায়ী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
Bangladesh Food Safety Authority
জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য
খাদ্য মন্ত্রণালয়

নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষর জানায়, ২২টি জর্দার নমুনা ল্যাবে পরীক্ষা করে প্রতি কিলোগ্রামে দশমিক ২ মিলিগ্রাম থেকে ১১.২ মিলিগ্রাম পর্যন্ত ক্ষতিকর বিভিন্ন উপাদানের উপস্থিতি পাওয়া যায়। হাকিমপুরি জর্দার প্রতি কেজিতে দশমিক ২৬ মিলিগ্রাম সিসা, দশমিক ৯৫ মিলিগ্রাম ক্যাডমিয়াম এবং ১.৬৫ মিলিগ্রাম ক্রোমিয়াম পাওয়া যায়। অন্যদিকে হাকিমপুরি জর্দার ট্রেডমার্ক ও লোগো ব্যবহার না করার নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট (বিএসটিআই)। বাজারে এই জর্দা পাওয়া গেলে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে বিএসটিআই কর্তৃপক্ষ।

Book Post

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয়কারী **সাইফুদ্দিন আহমেদ** কর্তৃক 'বাড়ি নং ১৪/৩/এ, জাফরাবাদ, রায়ের বাজার, ঢাকা ১২০৭' থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত
ফোন: ৮৮-০২-৫৫০১৬৪০৯, ০১৫৫২-৪৯৩৫১৮, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৮৬২৯২৭১, ই-মেইল: infobatabd@gmail.com, info@bata.net.bd ওয়েব: www.bata.net.bd